বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

CREED

সেন্টার ফর রিহ্যাবিলিটেশন এডুকেশন
আরনিং ডেভেলপমেন্ট (ক্রিড)

বই বন্ধু ফোরাম

আলোকিত জীবন গড়ার লক্ষ্যে ক্রিড-এর 'বই বন্ধু ফোরাম'-এ অংশগ্রহণ করুন। আর সেইসাথে অনুধাবন করুন বই পড়ার গুরুত্ব সম্পর্কে নিম্নোক্ত বাণীসমূহ ঃ

- পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।-সূরা আলাক, আয়াত ০১।
- ভাল খাদ্যবস্তু পেট ভরে, কিন্তু ভাল বই মানুষের আত্মাকে পরিতৃপ্ত করে।-স্পিনোজা।
- ভাল বই পড়া মানে- গত শতাব্দীর সেরা মানুষের সাথে কথা বলা।- দেকার্তে।
- অন্তত ষাট হাজার বই না থাকলে জীবন অচল ।-নেপোলিয়ান।
- প্রচুর বই নিয়ে গরীব হয়ে চিলেকোঠায় বসবাস করব - তবু এমন রাজা হতে চাই না যে বই পড়তে ভালবাসে না।-জন মেকলে।
- আমি চাই যে, বই পাঠরত অবস্থায় যেন আমার মৃত্যু হয়।- নর্মান মেলর।
- একটি ভাল বইয়ের কখনোই শেষ বলে কিছু থাকে না।-আর ডি কামিং।
- একটি ভাল বই পড়া মানে - সবুজ বাগানকে পকেটে নিয়ে ঘোরা।-চীনা প্রবাদ।
- একজন মানুষ ভবিষ্যতে কী হবেন সেটি অন্য কিছু দিয়ে বোঝা না গেলেও তাঁর পড়া বইয়ের ধরণ দেখে তা অনেকাংশেই বোঝা যায়।-অস্কার ওয়াইল্ড।
- বই হলো এমন এক মৌমাছি; যা অন্যদের সুন্দর মন থেকে মধু সংগ্রহ করে পাঠকের জন্য নিয়ে আসে।-জেমস রাসেল।
- আমাদের আত্মার মাঝে যে জমাট বাঁধা সমুদ্র - সেই সমুদ্রের বরফ ভাঙার কুঠার হল বই।-ফ্রাঞ্জ কাফকা।
- পড়, পড় এবং পড়।-মাও সেতুং।
- জীবনে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন-বই, বই এবং বই।-ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্।
- বই হচ্ছে অতীত আর বর্তমানের মধ্যে বেঁধে দেয়া সাঁকো।-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- পৃথিবীতে অনেক হতাশাগ্রস্থ মানুষ একটি ভালো বই পড়ার কারণে আত্মহত্যা না করে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।-এম এস খান।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

বই বন্ধু ফোরাম, ক্রিড, প্রধান কার্যালয় , বাড়ী নং#৩০৭/১ (৬ষ্ঠ তলা), সড়ক নং#৮/এ,পশ্চিম ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।
ফোন ঃ+৮৮ ০১৩১৩০৪৬০০২, ওয়েব সাইট ঃ www.creedbd.org, ইমেইল ঃ creedgfsc@gmail.com

"সংযম থেকে সঞ্চয়, এরপর সঞ্চয় ও সঠিক পরিকল্পনাভিত্তিক পরিশ্রম দ্বারা তৈরী হয় অগ্রগতির স্থায়ী পথ।। "- প্রধান নির্বাহী, ক্রিড।

"আজকের বিশ্বে নামকরা অনেক ধনী ব্যক্তি শুরুলগ্নে সঠিক স্বপ্ন ও অধ্যবসায়কে পুঁজি করে আর্থিক পুঁজিকে করেছেন অনুপ্রানিত।।"- প্রধান নির্বাহী, ক্রিড।

"একতা, সততা, শৃঙ্খলা ও পরিশ্রম - দলবদ্ধ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অগ্রযাত্রার চাবিকাঠি "-ক্রিড।

ক্রিড
বার্ষিক প্রতিবেদন
জানুয়ারী ২০২১

সম্পাদক
মোহাম্মদ সোলায়মান খান
নির্বাহী প্রধান, ক্রিড

সম্পাদনা সহযোগী
তানজিনুর নাসরিন
রিসার্স অফিসার, ক্রিড

মোঃ শামসুল আলম
প্রোগ্রাম অফিসার, ক্রিড

ফৌজিয়া আক্তার
একাউন্টস এ্যান্ড অডিট অফিসার, ক্রিড

অনলাইন ব্যবস্থাপনা ও ফটোগ্রাফি
মোঃ আহসান উল্লাহ
প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ক্রিড

ক্রিড-এর প্রকাশনা কার্যক্রম থেকে প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন

সার্বিক যোগাযোগ ঃ
বাড়ী নং#৩০৭/১,
সড়ক নং#৮/এ,পশ্চিম ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।
ফোন ঃ+88 01313046002

ওয়েব সাইট ঃ
www.creedbd.org
ইমেইল ঃ
creedgfsc@gmail.com

সম্পাদকীয়

আজ এই বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে সম্পাদক হিসেবে যে বিষয়টি সবচেয়ে অনুধাবনযোগ্য - তা হল অত্র সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি সদস্যের 'আস্থা অর্জন'। অর্থ্যাৎ ক্রিড-এর অগ্রযাত্রায় যে শক্তি ক্রমান্বয়ে সঞ্চারিত হয়ে আসছে- তা হল একদিকে সংস্থার আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা, অন্যদিকে সংস্থার প্রতি সদস্যদের দীর্ঘদিনের অর্জিত আস্থা। বিষয়টি সাধারণভাবে বলা যায় যে, ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় সদস্যদের সাথে সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মীদের দীর্ঘদিনের ধারাবাহিক আন্তরিকতা ও সততার প্রেক্ষিতে সদস্যদের মধ্যে যে আস্থার সৃষ্টি হয়েছে-সেই আস্থার বলেই সংস্থা ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বস্তুতঃ আস্থা অর্জনটাই এধরণের সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মূলভিত্তি। আর তা বিশ্বাস করে অত্র সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ সহ এর সকল স্তরের কর্মী বাহিনী। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৩ সাল থেকে এপর্যন্ত প্রায় ৪৫৮৭ মিলিয়ন টাকার বিশাল লেনদেন হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি একজন সদস্যও ক্রিড-এর নিকট থেকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বলে- এরূপ কোন নজীর নেই। সংস্থার এই স্বচ্ছতার জন্যই সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমে এপর্যন্ত ৬৪,৯৫২ জন সদস্য পর্যায়ক্রমে ৬৯০ মিলিয়ন টাকা সঞ্চয় লেনদেন করেছেন। ভবিষ্যতে সংস্থার এই নিষ্ঠা ও আস্থা অর্জনের গতিধারা যাতে অব্যাহত থাকে সেজন্য সংস্থার প্রতিটি কর্মী আজ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ক্রিড' আজ ব্যপকভাবে না হলেও কর্ম এলাকায় উপকারভোগীদের নিকট সুপরিচিত। বিশেষকরে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় সংস্থার ১৭টি শাখাধীন ১৩,৯২৯ টি পরিবারের নিকট একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। এসকল পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও তাদের প্রতিবেশীদের নিকট সংস্থার পরিচিতি ও জবাবদিহিতা সুদৃঢ় করার প্রত্যাশা সহ সংস্থার অগ্রযাত্রায় সহায়তাকারী দেশী-বিদেশী দাতা সংস্থা, সরকারী অফিসসমূহ ও কর্মএলাকার সুধীবৃন্দের নিকট সংস্থার ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখার নিমিত্তে প্রণয়ন করা হ'ল এই বার্ষিক প্রতিবেদন।

অত্র প্রতিবেদন প্রকাশকালে আমরা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি কোভিড-১৯ নামক মহামারীর ছোবলে আক্রান্ত সেইসব মানুষকে - যারা অপ্রত্যাশিতভাবে না ফেরার দেশে চলে গেছেন। একইসাথে উল্লেখ্য যে, এই কোভিড-১৯ এর কারণে আজ সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ড দারুনভাবে বিপর্যস্ত ও স্থবির । এক্ষেত্রে আমাদের সংস্থার কার্যক্রমও প্রায় ৫ মাস স্থবির থাকার প্রেক্ষিতে প্রত্যাশিত অগ্রযাত্রা বিঘ্নীত হয়েছে- যার রেশ এই প্রতিবেদন প্রকাশকালেও অব্যহত রয়েছে। এরইমাঝে নতুন করে প্রাণবন্ত হওয়ার প্রত্যাশায় এগিয়ে যাওয়ার সোপান হিসেবে মাইলফলক হয়ে থাকবে এই প্রতিবেদন।

পরিশেষে, ক্রিড-এর ৩৩ বছরের কার্যক্রম ভিত্তিক এই বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০ নিছক কোন প্রচারের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের সুধী, শুভাকাঙ্খী, উপকারভোগী ও কর্মরত কর্মীবৃন্দ যাতে আমাদের অবস্থা নিরুপনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ দিক নিদের্শনা দিতে পারেন - সে উদ্দেশ্যেই নিবেদন করা হ'ল এই প্রতিবেদন।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ		পৃষ্ঠা নং
১.	সভাপতি মহোদয়ের বাণী		
২.	নির্বাহী প্রধানের ডেস্ক থেকে		
৩.	এক নজরে ক্রিড কার্যক্রমসমূহ (অতীত ও বর্তমান)		১-২
৪.	যেভাবে শুরু হ'ল সংস্থার কার্যক্রম, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সাংগঠনিক কাঠামো, আইনগত ভিত্তি		২
৫.	উন্নয়ন কর্ম-কৌশল		৩
৬.	পার্টনারশীপ সম্পর্ক স্থাপন		৩
৭.	নেটওয়ার্ক স্থাপন		৩
৮.	আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপন		৩-৪
৯.	বর্তমান কর্ম এলাকা ও শাখা অফিস		৪
১০.	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যক্রম		৫-১২
	১০.১	গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি/জাগরণ ঋণ কর্মসূচি	৫
	১০.২	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য অর্থায়ন/ অগ্রসর ঋণ কর্মসূচি	৫
	১০.৩	গবাদী পশু পালন উন্নয়ন কর্মসূচি	৬
	১০.৪	বৃত্তি প্রদান	৬
	১০.৫	বই বন্ধু ফোরাম কর্মসূচি	৭
	১০.৬	উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি	৭-৮
	১০.৭	সেন্টমার্টিন দ্বীপে ইকো ট্যুরিজম	৮
	১০.৮	সেন্টমার্টিন দ্বীপে ক্রিড প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা	৮-১০
	১০.৯	সেন্টমার্টিন দ্বীপে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	১০-১১
	১০.১০	ভাসমান নৌকা স্কুল	১১
	১০.১১	কর্মী উন্নয়ন কর্মসূচি	১২
১১.	২০১৯-২০২০ সালের আর্থিক প্রতিবেদন		১৩-১৪
	১১.১	আর্থিক বিবরণী	১৩-১৪
১২.	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা		১৪
১৩.	সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করতঃ কয়েকজন সফল উদ্যোক্তার গল্প		১৫-১৯
	১৩.১	একজন উদ্যোগী জাহানারা বেগম	১৫
	১৩.২	জীবন সংগ্রামে স্বাবলম্বী এক নারী-ফেরদৌসী	১৬
	১৩.৩	নাছিমার স্বপ্ন এখন আর স্বপ্ন নয়	১৭
	১৩.৪	পারভীন বেগম একজন সফল ব্যবসায়ী।	১৮
	১৩.৫	পুষ্পরানীর কবুতরের বাদশা	১৯
১৪.	যেভাবে শুরু হল ক্রিড-এর ক্ষুদ্রঋণ ঃ শুভাকাঙ্খী অধ্যাপক খান মোঃ মামুন-এর অনুভূতি		২০
১৫.	সংস্থায় কর্তব্যরত কর্মকর্তা ও কর্মীদের শাখা ভিত্তিক আলোক চিত্র		২১-২৮
১৬.	স্মৃতির পাতা থেকে স্মরণীয়		২৯-৩১
	১৬.১	শ্রদ্ধেয় সৈয়দ মহিবুল হাসান	২৯
	১৬.২	স্মৃতির পাতায় অম্লান (মরহুম নুরুল ইসলাম)	৩০
	১৬.৩	তোমার অবদানে তুমি স্মৃতিতে অম্লান (মোহাম্মদ রফিক)	৩০
	১৬.৪	স্মৃতির পাতায় নিবেদিত প্রাণ (মীর বদরুল হক)	৩১
১৭.	ক্রিড-এর অগ্রযাত্রায় বিভিন্ন সময়ে সম্পৃক্ত কয়েকজন সুধীজনের আলোকচিত্র		৩২
১৮.	সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রাককালে বিশেষ মুহূর্তে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির ভূমিকা শীর্ষক আলোকচিত্রসমূহ		৩৩-৩৪
১৯.	দীর্ঘদিন যাবৎ ক্রিড-এ কর্মরত বর্তমান ও সাবেক কয়েকজন কর্মকর্তার স্মৃতিচারণ		৩৫-৪০
	১৯.১	ধুঁ-ধুঁ বালুচরে প্রত্যাশার শিহরণ (ইব্রাহিম কার্দি)	৩৫
	১৯.২	চা বাগানের শ্রামল প্রান্তর থেকে (মোঃ সারওয়ার মোর্শেদ খান)	৩৬
	১৯.৩	শীতলক্ষ্যার তীরে জাগরণের ঢেউ (সুনীল কুমার সরকার)	৩৬
	১৯.৪	স্বপ্ন-সলীলে জীবনের ভেলা (জয়নাল আবেদীন)	৩৭
	১৯.৫	নিভৃত পল্লীতে হঠাৎ আলোর ঝলকানী (মোঃ সেলিম মিয়া)	৩৮
	১৯.৬	মেঠো পথে জাগরণের গান (মোঃ মাইন উদ্দিন)	৩৯
	১৯.৭	মম জীবন কাব্যে- অম্লান ক্রিড(তটিনী দেবী (তন্তু)	৩৯
	১৯.৮	কর্মময় জীবন ছন্দে ১০ বছর (মোঃ আহসান উল্লাহ)	৪০
	১৯.৯	বন্ধুর পথে জীবন জাগে বার বার (মোঃ নজরুল ইসলাম)	৪০

সভাপতি মহোদয়ের বাণী

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি যেসকল বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে 'ক্রিড' তাদের মধ্যে অন্যতম । দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখা ছাড়াও অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের সমন্বয়ে উন্নয়ন কর্মীদের সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে সেবার গুনগত প্রয়োগে নতুন ধারা সৃষ্টি করেছে। এই জন্য সংস্থার নির্বাহী সচিব জনাব মোহাম্মদ সোলায়মান খান প্রশংসার দাবীদার। সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিধিমালার আলোকে অত্র সংস্থা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্রঋণ সহ পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এই অগ্রযাত্রা আগামীতে আরও বেগবান হবে এই প্রত্যাশা করি।

মোঃ কামরুল ইসলাম
সভাপতি ক্রিড

নির্বাহী প্রধানের ডেস্ক থেকে

উন্নয়নের গতি ধারায় প্রায় দেড় যুগ চলার পর আজ স্মৃতির পাতায় আবদ্ধ সফলতা ও সম্ভাবনার একরাশ ইতিহাস। জুলাই ১৯৮৭ সাল থেকে জুন ২০২০ ইং পর্যন্ত দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমাদের যাত্রা পথে রয়েছে যেমন সাফল্যের ইতিহাস, তেমনি রয়েছে নানা প্রতিকূলতার তিক্ত অভিজ্ঞতা। প্রতিকূলতা অতিক্রম করেই সাফল্যের প্রকৃত স্বাদ অর্জন করাই ছিল আমাদের উন্নয়ন যাত্রার মূল চালিকা শক্তি।

সুদীর্ঘ প্রায় ৩৩ বছরে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের মাঝে ক্রিড-এর অবদান হতে পারে সামান্য, তবে একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে-এর উন্নয়ন পথ পরিক্রমা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ, ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প , স্যানিটেশন ও আইন সহায়তা কার্যক্রমে ক্রিড-এর রয়েছে উল্লেখযোগ্য অবদান। এ পর্যায়ে ক্রিড তার চলার পথে উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে পেয়েছে দেশী-বিদেশী বেশ কিছু দাতা সংস্থার অকৃত্রিম সহযোগীতা- যাদের সহযোগিতা ছাড়া ক্রিড হয়তো আজ এতদূর অগ্রসর হতে পারতো না। এ কারণে ক্রিড-এর এই বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০ প্রকাশকালে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়ের উত্তর-পূর্ব সেচ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, এলজিইডি, ইউনিসেফ, নোরাড, সিডা, এডিবি, কানাডা ফান্ড, ব্র্যাক , মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশন , বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ও কেয়ার বাংলাদেশ- এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা ।

একইসাথে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সংস্থার প্রতিষ্ঠাকালীন প্রথম সভাপতি মরহুম সৈয়দ মহিবুল হাসান, কোষাধ্যক্ষ মরহুম মো: নূরুল ইসলাম , কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য মরহুম মোহাম্মদ রফিক ও ক্রিড-এর প্রথম এলাকা সমন্বয়ক মীর বদরুল হক সাহেবকে। এই চার সম্মানিত ব্যক্তি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু ক্রিড-এর অগ্রযাত্রায় তাঁরা যে অবদান রেখেছেন তা আমাদের স্মৃতির পাতায় চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

পরিশেষে, এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শুরু করে এপর্যন্ত অসংখ্য উপকারভোগীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পাওয়ার পাশাপাশি পেয়েছি কিছু শিক্ষিত ব্যক্তির অযৌক্তিক সমালোচনা, ভুলব্যাখ্যা ও তিরস্কার । আজ এই প্রতিবেদন প্রকাশকালে ঐসব সুধীবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমাদের এই প্রতিবেদনটি পাঠ করে গঠনমূলক মতামত দেয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ সোলায়মান খান
নির্বাহী প্রধান

এক নজরে ক্রিড কার্যক্রমসমূহ (অতীত ও বর্তমান)

কর্মসূচীর নাম	কর্ম এলাকা
ক্রিড প্রাথমিক বিদ্যালয় , ১৯৯৮ ইং সাল থেকে চলমান	সেন্টমার্টিন দ্বীপ, টেকনাফ, কক্সবাজার।
কানাডা ফান্ড বাংলাদেশ -এর সহায়তায় ক্রিড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সেমি-পাকা ভবন নির্মাণ	
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহায়তায় স্যানিটেশন কার্যক্রম, ২০০৭-২০১১ ইং মেয়াদে বাস্তবায়িত	
ইকো ট্যুরিজম প্রশিক্ষণ, ২০০৩ইং সালে বাস্তবায়িত	
উপানুষ্ঠানিক প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম, ২০১০-২০১১ইং মেয়াদে বাস্তবায়িত	
PKSF- এর সহায়তায় ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম, ১৯৯৪ ইং সাল থেকে অদ্যবধি চলমান	গাজীপুর সদর, কালিগঞ্জ ও কাপাসিয়া উপজেলা, গাজীপুর।
PKSF- এর সহায়তায় ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম,২০০৯ ইং সাল থেকে চলমান	
পশু সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী ২০১৮ ইং থেকে চলমান	
এনজিও ফোরামের সহায়তায় স্যানিটেশন, ১৯৯৭ - ২০০০ সালে বাস্তবায়িত	
আইন সহায়তা, ১৯৯৬- ১৯৯৮ ইং সালে বাস্তবায়িত	
ক্রিড স্কুল ও কোচিং সেন্টার কার্যক্রম, ২০০৯ থেকে ২০১৯	বোর্ডবাজার, গাজীপুর।
ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম, ১৯৯৮ ইং সাল থেকে চলমান	নাগরপুর ও মির্জাপুর উপজেলা, টাঙ্গাইল।
মৌসুমী ঋণ বিতরন কর্মসূচী, ২০০৮ ইং সাল থেকে অদ্যবধি চলমান	
বনায়ন, ১৯৯৭ ইং সাল থেকে অদ্যবধি চলমান	
কৃষি খামার, ১৯৯৮ ইং সাল থেকে অদ্যবধি চলমান	
নদীতে ভাসমান নৌকা স্কুল, ২০০৯-২০১০ ইং সালে বাস্তবায়িত	তুরাগ ও বালু নদী, গাজীপুর।
আর্সেনিক মিটিগেশন,১৯৯৯-২০০৩ ইং সালে বাস্তবায়িত	বাঘা, ঢাকা দক্ষিণ, ফুলবাড়ী ও লক্ষীপাশা ইউনিয়ন, গোলাপগঞ্জ উপজেলা , সিলেট।
উপানুষ্ঠানিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প , ১৯৯৫-১৯৯৮ ইং সালে বাস্তবায়িত	
উপানুষ্ঠানিক মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প, ১৯৯৩-১৯৯৮ ইং সালে বাস্তবায়িত	
উপানুষ্ঠানিক বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প, ১৯৯৬- ২০০২ ইং সালে বাস্তবায়িত	
এলজিডিই -এর সহায়তায় স্যানিটেশন, ১৯৯৭-১৯৯৮ ইং সালে বাস্তবায়িত	হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ।
ব্র্যাক -উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী, ১৯৯৪-২০০৪ ইং সালে বাস্তবায়িত	চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
কানাডা ফান্ড বাংলাদেশ -এর সহায়তায় ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ১৯৯৩-১৯৯৪	চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক -এর সহায়তায় দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প, ২০০২-২০১০ইং সালে বাস্তবায়িত	বরগুনা, পটুয়াখালি, ভোলা ও ঝালুকাঠী
উপানুষ্ঠানিক মৌলিক শিক্ষা(১৯৯৩-১৯৯৮)	সিলেট, খুলনা সদর, চট্টগ্রাম সদর ও ঢাকা মহানগর।

উপানুষ্ঠানিক বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প, ১৯৯৫-২০০৪ ইং সালে বাস্তবায়িত	সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ফেনী, ঝালকাঠি, কুমিল্লা।
উত্তর -পূর্ব সেচ প্রকল্প , ১৯৯৭-২০০০ ইং সালে বাস্তবায়িত	মৌলভী বাজার, হবিগঞ্জ।
হার্ড টু রিচ আরবান চিল্ড্রেন প্রকল্প, ১৯৯৮-২০০৫ ইং সালে বাস্তবায়িত	নীলক্ষেত ও আজিমপুর, ঢাকা।
	৮৫নং ওয়ার্ড, ডেমরা, ঢাকা।
	কৈবল্যধাম,পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।
	ডিংগাডোবা লক্ষীপুর, রাজশাহী।
	২১ ও ২৯ নং ওয়ার্ড, খুলনা ।
বইভিত্তিক জ্ঞান অর্জনে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে 'বই-বন্ধু ফোরাম কর্মসূচী' ২০২০ থেকে চলমান	বাংলাদেশ।
গোবাল ফুড সিকিউরিটি ক্যাম্পেইন (জিএফএসসি)	

যেভাবে শুরু হ'ল সংস্থার কার্যক্রম

প্রচলিত সরকারী উন্নয়নমূলক ও সেবামূলক কাজের সীমাবদ্ধতা ও অপ্রতুলতার প্রেক্ষাপটে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ সোলায়মান খান তাঁর নিকটতম ও সমাজসেবায় আগ্রহী ২১ জন ব্যক্তির সহায়তায় 'ক্রিড' নামক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় অত্র সংস্থা ১৯৮৯ সালে সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতাধীন ঢাকা জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের নিবন্ধন সনদ অর্জন করে। সংস্থার শুরু লগ্নে স্বাভাবিকভাবে তেমন কোন অবকাঠামো ছিল না, ছিল শুধু কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দের প্রবল মানসিক শক্তি সম্পৃক্ত আন্তরিকতা ও অগ্রযাত্রার ভিশন। কালচক্রে এদুটি অদেখা প্রত্যয় সংমিশ্রিত হয়ে ধাপে-ধাপে এগিয়ে চলে সংস্থা গঠনের প্রক্রিয়া, যার ফলশ্রুতিতে আজকের এই সংস্থা ।

লক্ষ্য ঃ

অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং আত্মনির্ভরশীল হিসাবে গড়ে তোলাই হচ্ছে অত্র সংস্থার মূল লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য ঃ

চলমান ও বিকাশমান উন্নয়নের গতি থেকে পিছিয়ে পড়া তৃণমূল জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুযোগ সৃষ্টি সহ দুঃস্থ মহিলা, প্রতিবন্ধী ও অনাথ শিশুদের পুনর্বাসন করাই ক্রিড-এর মূল উদ্দেশ্য।

সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

ক্রিড-এর সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি সাধারণ কমিটি রয়েছে। এই কমিটি নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ সমাজসেবা অধিদপ্তর-এর বিধি অনুযায়ী গঠিত। বস্তুতঃ সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার সাপেক্ষ্যে নীতিনির্ধারণ ও কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করে থাকে। বছরে এই কমিটি একবার (বিশেষ প্রয়োজনে দুইবার) সাধারণ সভায় বসে ও সংস্থার সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এবং একইসাথে অনুমোদনের বিষয়গুলো অনুমোদন করে । এই কমিটি সদস্যদের মধ্য থেকে সাত জনকে নির্বাচন করে ০৩ বছর মেয়াদের জন্য সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করে । পরবর্তীতে সমাজসেবা অধিদপ্তরের অনুমোদন করতঃ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ সংস্থার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী চলমান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আইনগত ভিত্তি ঃ

অত্র সংস্থা সাংগঠনিক ভাবে ১৯৮৭ সালে যাত্রা শুরু করে পর্যায়ক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিম্নোক্ত কার্যালয় থেকে আইনগত নিবন্ধন অর্জন করে।

নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ	নিবন্ধন অর্জনের বছর	অর্জিত নিবন্ধন নং
সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতাধীন সমাজসেবা বিভাগ	১৭/০৬/৮৯ইং	ঢ-০২২৯৩
এনজিও বিষয় ব্যুরো	১৩/০২/৯৪ইং	৮০৫
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি	৩০/১১/২০০৮ইং	০১০৭৯০৩১৭১০০৩৫৮

উন্নয়ন কর্ম-কৌশল ঃ

'ক্রিড' বিশ্বাস করে সকল উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে 'শিক্ষা'। কারণ শিক্ষা ছাড়া কোন উন্নয়ন কার্যক্রমই অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর নিকট স্থায়ী হয় না। এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ক্রিড তার কর্ম-কৌশল নির্ধারণ করেছে।

- পূর্ব প্রস্তুতি অনুযায়ী কর্ম এলাকা নির্ধারণের মাধ্যমে এলাকা জরিপ করার বিষয়টি- কে প্রাধান্য দেয়। এজন্য সংস্থা নিজস্ব আঙ্গিকে জরিপ উপকরণ প্রস্তুত করে থাকে।
- জরিপ প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে এলাকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মকান্ড নির্ধারণ করা।
- কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মীবাহিনী নিয়োগের মাধ্যমে কর্মসূচী মাফিক কর্মী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- প্রশিক্ষিত কর্মীর মাধ্যমে গৃহীত কর্মসূচী সম্পর্কে এলাকাবাসীকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উদ্বুদ্ধ করা। যেমন: পাড়া/ মহল্লা ভিত্তিক গণযোগাযোগ ও খন্ড-খন্ড আলোচনা সভা, মাইকিং, পোস্টারিং, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল বিতরণ, পথনাটক ও জারিগান ইত্যাদির মাধ্যমে অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে কর্মসূচী বাস্তবায়নে আগ্রহী করা।
- কার্যক্রম ভিত্তিক অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠী দ্বারা দলগঠন এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ও কর্মসূচীর সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম শুরু করা।
- প্রতিমাসে মাসিক কার্যক্রম অগ্রগতি মনিটরিং করা এবং প্রাপ্ত সমস্যা সমাধানের জন্য পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক এবং বাৎসরিক কার্যক্রম অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রনয়ণ এবং তা সর্বস্তরের কর্মীদের মধ্যে বিতরণ করা।
- বছর শেষে আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত নিরীক্ষা টীম দ্বারা প্রকল্প ও কর্মসূচী ভিত্তিক ভবিষ্যৎ প্রতিবেদন তৈরীর মাধ্যমে বিগত বছরের বিচ্যুতিসমূহ নির্ধারণ করতঃ ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করা।

পার্টনারশীপ সম্পর্ক স্থাপন ঃ

সংস্থার চলমান ঋণ কার্যক্রমে সদস্যদের বর্ধিত ঋণ চাহিদা পূরণ করার নিমিত্তে ১৯৯৮ সালে অত্র সংস্থা সরকার সমর্থিত পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর পার্টনার হিসাবে অনুমোদন লাভ করে । এরপর পর্যায়ক্রমে পিকেএসএফ থেকে ঋণ গ্রহণ ও ঋণ পরিশোধ প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে । এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পিকেএসএফ আর্থিক সহযোগিতা করার পাশাপাশি সংস্থার ঋণ কার্যক্রমের শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে প্রতিনিধি প্রেরণ করে কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও নিরীক্ষা কাজে সহায়তা প্রদান করে আসছে ।

নেটওয়ার্ক স্থাপন ঃ

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করার নিমিত্তে আন্তঃসংস্থার সাথে যোগাযোগ করা সহ আইনগত বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা পাওয়ার লক্ষ্যে অত্র সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনাকারী সংস্থাসমূহের সমন্বিত প্রতিষ্ঠান 'ক্রেডিট ডেভলপমেন্ট ফোরাম ' (সি. ডি. এফ.)-এর নেটওয়ার্ক সদস্যপদ লাভ করতঃ উক্ত সংস্থার সাথে নিয়মিত সমন্বয় করে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে ।

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ঃ

'ক্রিড'-এর ব্যপ্তিকে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কারিগরি তথ্য আদান-প্রদান করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সংস্থাসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে ঃ-

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	দেশ
০১.	আর্থ এ্যাকশান	আমেরিকা
০২.	এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	ফিলিপাইন
০৩.	বিশ্ব ব্যাংক-সিগ্যাপ	আমেরিকা
০৪.	ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এনভাইরনমেন্ট প্রোগ্রাম	আমেরিকা
০৫.	ওয়ার্ল্ড কনজারভেশন ইউনিয়ন	সুইজারল্যান্ড
০৬.	আর্থ কাউন্সিল	সুইজারল্যান্ড
০৭.	সেন্টার ফর এনভাইরনমেন্ট এডুকেশন	ভারত
০৮.	ওয়ার্ল্ড কনস্টিটিউশন এন্ড পার্লামেন্ট এসোসিয়েশন	আমেরিকা
০৯.	ওয়ার্ল্ড রিসোর্স ইনস্টিটিউট	আমেরিকা
১০.	এশিয়ান সেন্টার ফর পপুলেশন এন্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট	থাইল্যান্ড
১১.	জাতিসংঘ এনজিও লিয়াজোঁ সার্ভিস	আমেরিকা
১২.	সিপ নেটওয়ার্ক	আমেরিকা
১৩.	রেজাল্ট এডুকেশন ফান্ড	আমেরিকা
১৪.	মাইক্রোক্রেডিট সামিট	আমেরিকা
১৫.	জাপান এমারজেন্স ইন্টারন্যশনাল	জাপান
১৬.	ইউনেস্কো আঞ্চলিক কার্যালয়	থাইল্যান্ড

১৭.	আইসিএস ইন্টারন্যশনাল	আমেরিকা
১৮.	ন্যাশনাল জিওগ্রাফি সোসাইটি	অস্ট্রেলিয়া
১৯.	গ্লোবাল র‍্যাটিফিকেশন এন্ড ইলেকশন নেটওয়ার্ক	আমেরিকা
২০.	ওয়ার্ল্ড এইড	যুক্তরাজ্য
২১.	ফুড ট্যাংক	আমেরিকা
২২.	গ্রামীণ আমেরিকা	আমেরিকা
২৩.	এইড এক্স	বেলজিয়াম
২৪.	সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক এন্ড ইন্টারন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিজ	আমেরিকা
২৫.	ডিভেক্স	ওয়াশিংটন, আমেরিকা
২৬.	ইউরোপিয়ান মাইক্রো ফাইন্যান্স প্লাটফর্ম	লুক্সেমবার্গ
২৭.	এডিএ	লুক্সেমবার্গ
২৮.	জাতিসংঘ আর্থিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগ	নিউয়র্ক, আমেরিকা
২৯.	কেয়ার-২	ক্যালিফোর্নিয়া, আমেরিকা
৩০.	ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ	ছ্যাকরামেনটো, আমেরিকা
৩১.	ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক	লুক্সেমবার্গ
৩২.	আমেরিকান হার্ট এ্যাসোসিয়েশন	আমেরিকা
৩৩.	ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অফ প্রফেশনাল ইন হিউম্যানিটেরিয়ান এসিসট্যান্ট এ্যন্ড প্রটেকশন	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড

বর্তমান কর্ম এলাকা ও শাখা অফিস

ক্রমিক নং	শাখাসমূহ	শাখা অফিসের ঠিকানা	কার্যক্রম শুরুর সময়কাল
১	ফুলদী শাখা	গ্রাম ঃ উত্তর ফুলদী, ইউনিয়ন ঃ বক্তারপুর, উপজেলা ঃ কালিগঞ্জ, জেলা ঃ গাজীপুর	১৭/১১/১৯৯৪
২	নতুন কহেলা শাখা	গ্রাম ঃ নতুন কহেলা, ইউনিয়ন ঃ উয়ার্শী, উপজেলা ঃ মির্জাপুর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল	০১/০১/১৯৯৬
৩	কালিগঞ্জ শাখা	কালিগঞ্জ সদর, উপজেলা ঃ কালিগঞ্জ, জেলা ঃ গাজীপুর	০১/০১/২০০২
৪	পূবাইল শাখা	পূবাইল বাজার , ইউনিয়ন ঃ পূবাইল, উপজেলা ঃ গাজীপুর সদর, জেলা ঃ গাজীপুর	০১/০৮/২০০৪
৫	রাথুরা শাখা	গ্রাম ঃ রাথুরা, ইউনিয়ন ঃ মোক্তারপুর , উপজেলা ঃ কালিগঞ্জ, জেলা ঃ গাজীপুর	০১/১১/২০১৫
৬	বোর্ড-বাজার শাখা	গ্রাম ঃ উত্তর খাইলপুর, ইউনিয়ন ঃ গাছা, উপজেলা ঃ গাজীপুর সদর, জেলা ঃ গাজীপুর	০১/১১/২০১৫
৭	উলূখোলা শাখা	গ্রাম ঃ উলূখোলা, ইউনিয়ন ঃ নাগরী, উপজেলা ঃ কালিগঞ্জ, জেলা ঃ গাজীপুর	০৬/১০/২০১৬
৮	দাউদপুর শাখা	বেলদী বাজার, ইউনিয়ন ঃ রূপগঞ্জ সদর উপজেলা ঃ রূপগঞ্জ, জেলা ঃ নারায়ণগঞ্জ	০১/০৩/২০১৯
৯	নুরুন শাখা	নুরুন বাজার, ইউনিয়ন ঃ জাঙ্গালিয়া , উপজেলা : কালিগঞ্জ, জেলা ঃ গাজীপুর	০২/০৩/২০১৯
১০	জামালপুর শাখা	জামালপুর বাজার, ইউনিয়ন ঃ ভাওয়াল, উপজেলা ঃ কালিগঞ্জ, জেলা ঃ গাজীপুর	০২/০৩/২০১৯
১১	বেটুয়াজানী শাখা	বেটুয়াজানী বাজার, ইউনিয়ন ঃ মকনা, উপজেলা ঃ নাগরপুর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল	২৮/০৪/২০১৯
১২	ভোলাবো শাখা	আতলাপুর বাজার, ইউনিয়ন ঃ ভোলাবো, উপজেলা ঃ রূপগঞ্জ, জেলা ঃ নারায়ণগঞ্জ	০৪/০৭/২০১৯
১৩	রাণীগঞ্জ শাখা	রাণীগঞ্জ বাজার, ইউনিয়ন ঃ রাণীগঞ্জ, উপজেলা ঃ কাপাসিয়া, জেলা ঃ গাজীপুর	০৪/০৭/২০১৯
১৪	শিমুলিয়া শাখা	আমতলা বাজার, ইউনিয়ন ঃ ভাড়ারিয়া, থানাঃ আশুলিয়া -সাভার, জেলা ঃ ঢাকা	২৩/০৭/২০১৯
১৫	জেবিকে শাখা	পানকাত্তা বাজার, ইউনিয়ন ঃ কুশুরা, উপজেলা ঃ ধামরাই, জেলা ঃ ঢাকা	০৩/০৯/২০১৯
১৬	পূর্বাচল শাখা	গ্রাম ঃ গোয়ালপাড়া, ইউনিয়ন ঃ রূপগঞ্জ সদর, উপজেলা ঃ রূপগঞ্জ, জেলা ঃ নারায়ণগঞ্জ	০৫/১০/২০১৯
১৭	মধুমতি শাখা	নান্দনিক হাউজিং, ইউনিয়ন ঃ তেঁতুলঝোড়া, উপজেলা ঃ সাভার, জেলা ঃ ঢাকা	০৬/০২/২০২১

"আগুন দিয়ে যেমন লোহা চেনা যায় তেমনি মেধা দিয়ে মানুষ চেনা যায়।।"-জন এ শেড।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যক্রম

সাংগঠনিকভাবে সকল উন্নয়নের এন্ট্রি পয়েন্ট হিসেবে স্বাক্ষরতা কার্যক্রম দিয়ে অত্র প্রতিষ্ঠানের যাত্রা হলেও এক পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে মূলধন সহায়তা একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান হওয়ায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করা হয় । ইতোমধ্যে এই কার্যক্রমের বয়স ২৬ বছর অতিক্রম হওয়ার প্রেক্ষিতে কর্মসূচির গুণগত ও পরিমানগত বেশ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। নিম্নে অত্র কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হ'ল ঃ-

১. **গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি/জাগরণ ঋণ কর্মসূচি ঃ**

এই খাতের ঋণ মূলত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম মূলধন চাহিদা পূরণ করার নিমিত্তে প্রনয়ণ করা হয়েছে । এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় যে, প্রচলিত ব্যাংকিং লেনদেন এর সাথে যেসব সদস্য নিরক্ষরতা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকার কারনে ঋণ সুবিধা থেকে বঞ্চিত শুধুমাত্র তাদেরকেই এই কর্মসূচির আওতায় সমিতিভুক্ত করে এক বছর মেয়াদে ঋণ দেওয়া হয়। বর্তমানে এই কর্মসূচির গাণিতিক রূপরেখা নিম্নরূপ ঃ-

তথ্যসমূহ	সংখ্যা
সমিতি	৬৪৩
সদস্য	৬৬৯১
ঋণী	৩৮৩৩

উপরোক্ত সারণীর সদস্যদের বিভিন্নমূখী উন্নয়ন কার্যক্রমে নিম্নোক্ত অংকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ঋণের খাতসমূহ	ঋণী সংখ্যা (জন)	সংস্থা থেকে বিতরনকৃত ঋণের পরিমান (টাকা)
কৃষি	২৬২৬	৬,১৬,৬৮,০৯১.০০
পশুপালন	৯৪১	৩,৩২,৯৭,৮৪৭.০০
মৎস্য	৩৬৯	১,২৭,৭৭,২৩৫.০০
প্রক্রিয়াজাতকরণ	১২৭	৪০,৩৭,৭১২.০০
ব্যবসা	২৫১৬	৮,৭২,৪৯,১২৬.০০
গৃহনির্মাণ	১৫৪	৪৬,৩৫,৪০০.০০
অন্যান্য	৬১১	২,১৫,৬৯,৮৮৬.০০
মোট=	**৭৩৪৩**	২২,৫২,৩৫,২৯৭.০০

৩.ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য অর্থায়ন/ অগ্রসর ঋণ কর্মসূচি ঃ

দারিদ্র দূরীকরণের নিমিত্তে একজন প্রান্তিক সদস্যকে পর্যায়ক্রমে ঋণ ও কারিগরি সহায়তা করার মাধ্যমে প্রথমে ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে যেকোন ব্যবসা শুরু করার জন্য সহায়তা প্রদান করা হয়। এরপর সদস্যদের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা উন্নীত হলে বৃহৎ পরিসরে ব্যবসার জন্য সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাকে ক্রিড-এর পক্ষ থেকে সর্বনিম্ন ৫০,০০০ টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। চলমান এই কর্মসূচির গাণিতিক রূপরেখা নিম্নরূপ ঃ-

তথ্যসমূহ	সংখ্যা
সমিতি	৫৯৯
সদস্য	৬১৫৭
ঋণী	৩৬৩১

"অনুকরণ নয়, অনুসরণ নয়, নিজেকে খুঁজুন, নিজেকে জানুন, নিজের পথে চলুন।।"-ডেল কার্নেগি।

পূর্ব পৃষ্ঠায় উল্লেখিত সারণী অনুযায়ী সদস্যদের বিভিন্নমূখী উন্নয়ন কার্যক্রমে নিম্নোক্ত সারণী অনুযায়ী ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ঋণের খাতসমূহ	ঋণী সংখ্যা (জন)	সংস্থা থেকে বিতরনকৃত ঋণের পরিমান (টাকা)
কৃষি	৫৯৯	৬৪,৪১,৩৬২.০০
পশুপালন	৯০৫	৮৬,৩৪,৯৪৬.০০
মৎস্য	২২৮	৩৫,০৩,১৩২.০০
প্রক্রিয়াজাতকরণ	১২৯	১৬,৮৭,৩৭৩.০০
ব্যবসা	২৭৯৫	৪,৬৫,৮২,৪৯০.০০
গৃহনির্মাণ	১৭৩	১৭,৯৭,৪১৯.০০
অন্যান্য	২০৩৮	৪,৭৬,৬৮,২৭৮.০০
মোট=	৬৮৬৬	১১,৬৩,১৫,০০০.০০

৩. গবাদী পশু পালন উন্নয়ন কর্মসূচি ঃ

সংস্থার কর্ম এলাকায় দরিদ্র ক্ষুদ্র চাষী, বেকার যুবক ও দুঃস্থ মহিলাদেরকে ৬ মাস মেয়াদে এককালীন ঋণ পরিশোধ করার শর্তে গরু মোটাতাজাকরণ সর্বনিম্ন ৪০,০০০ টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৭০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা ঋণের টাকা দিয়ে গরু ক্রয় ও লালন পালন শেষে বিক্রয় করে এককালীন সমূদয় ঋণের টাকা পরিশোধ করে থাকে। সাধারণত প্রতি বছর কোরবনী ঈদের বাজারে সদস্যরা তাদের মোটাতাজা করা গরু বিক্রি করে থাকেন। নিম্নে এই প্রকল্পের গাণিতিক অগ্রগতি তুলে ধরা হ'ল ঃ-

ঋণী সংখ্যা (জন)	বিতরণকৃত ঋণের পরিমান (টাকা)
১৮৬	১,০০,৬৫,০০০.০০

৪. বৃত্তি প্রদান ঃ

ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সদস্যদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার উন্নয়নে অত্র সংস্থা নিয়মিত উদ্বুদ্ধকরণের কাজ পরিচালনা করে আসছে। এপর্যায়ে বিশেষ পদক্ষেপ হিসেবে বিগত বছরে পিকেএসএফ-এর সহয়তায় ঋণ কর্মসূচির আওতাধীন সদস্যদের ৩৫ জন ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রত্যেককে এককালীন ১২,০০০ টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। এসব বৃত্তি প্রদানের জন্য শর্ত স্বরূপ যেসকল ছেলেমেয়ে জিপিএ ৪-৫ পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি হয়েছে শুধুমাত্র তাদেরকে এই বৃত্তির অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

বৃত্তির টাকা বাবদ নির্বাহী প্রধান ও জোনাল ম্যানেজার সংস্থার পক্ষ থেকে সংস্থার ঋণ কার্যক্রমের সদস্যদের ছেলেমেয়েদেরকে **চেক হস্তান্তর করছেন।**

পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে সংস্থার পক্ষ থেকে সংস্থার ঋণ কার্যক্রমের সদস্যদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এককালীন বৃত্তি প্রদান(১২,০০০/-) মুহূর্তে সংস্থার নির্বাহী প্রধান ও সাবেক পরিচালক লুৎফর কবির মৃধা।

"একজন অলস মানুষ স্বভাবতই খারাপ মানুষ।।"-এস টি কোলরিজ।

৫. বই বন্ধু ফোরাম কর্মসূচী ঃ

সভ্যতার অগ্রযাত্রায় যেদিন থেকে প্রিন্ট মিডিয়ার আর্বিভাব হয়েছে; সম্ভবতঃ তার কিছুদিন পর থেকেই মানুষের অনুভূতিতে বইকে সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কালের স্রোতে শিল্প-সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ব্যপক অগ্রযাত্রার মাঝেও অদ্যবধি 'বই হোক নিত্য দিনের বন্ধু' এই কথাটির সাথে কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি। বস্তুতঃ একটি ভালো বই স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষকে যেকোন জ্ঞানের শাখায় অজানা থেকে জানার ভূবনে পৌঁছে দেয়। এক্ষেত্রে বই কোন প্রতিদান চায় না আর চাওয়ার কোন অবকাশও নেই। তাই বই সর্বকালে সার্বজনীন জ্ঞান বিস্তারের একমাত্র আলোক বর্তিকা হিসেবে সমাদৃত। জ্ঞান অর্জনে 'বই'- এর এই সার্বজনীন অবদানকে ভিত্তি করে চলতি বছরের শুরুর দিকে 'বই বন্ধু ফোরাম' শীর্ষক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচী বস্তবায়নে উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ-

ক) সংস্থার কর্ম এলাকাসমূহের যেসকল ছাত্রছাত্রী প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া থেকে অব্যহতি নিয়ে কর্মজীবনে আছেন কিংবা কর্মজীবনে প্রবেশের অপেক্ষায় আছেন তাদেরকে সুসংগঠিত করে একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লাগসই প্রযুক্তিমূখী বই পাঠে আগ্রহী করা ও নিয়মিত বই পাঠে অভ্যস্ত করা।

খ) সংস্থার কর্মএলাকায় 'বই বন্ধু ফোরাম' কর্মসূচীর ইতিবাচক ফলাফল আধুনিক মিডিয়ার মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে প্রচার করতঃ আগ্রহী পাঠক সংগ্রহ করা ও তাদেরকে নিয়মিত বই পাঠে সহায়ক বই সরবরাহ করা ।

গ) একটি সুশীল জাতি গঠনে নিয়মিত বই পড়াকে জাতীয় কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করার জন্য সরকার ও বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে কৌশলগত সম্পর্ক স্থাপন করা।

ঘ) 'বই বন্ধু ফোরাম' কর্মসূচীর আওতায় উজ্জীবিত স্বেচ্ছাসেবকদেরকে সংগঠিত করে জাতীয়ভাবে পুরস্কৃত করা।

পরিশেষে বই বন্ধু ফোরামের আদর্শগত নিম্নরূপ নীতিবাক্যগুলো লিফলেট, ব্যানার, ফেস্টুন ও সাইনবোর্ডের মাধ্যমে প্রচার করা।

- পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।-সূরা আলাক, আয়াত ০১।
- ভাল খাদ্যবস্তু পেট ভরে, কিন্তু ভাল বই মানুষের আত্মাকে পরিতৃপ্ত করে।-স্পিনোজা ।
- ভাল বই পড়া মানে- গত শতাব্দীর সেরা মানুষের সাথে কথা বলা।- দেকার্তে।
- অন্তত ষাট হাজার বই না থাকলে জীবন অচল ।-নেপোলিয়ান।
- প্রচুর বই নিয়ে গরীব হয়ে চিলেকোঠায় বসবাস করব -তবু এমন রাজা হতে চাই না যে বই পড়তে ভালবাসে না।-জন মেকলে।
- আমি চাই যে, বই পাঠরত অবস্থায় যেন আমার মৃত্যু হয়।- নর্মান মেলর।
- একটি ভাল বইয়ের কখনোই শেষ বলে কিছু থাকে না।-আর ডি কামিং।
- একটি ভাল বই পড়া মানে - সবুজ বাগানকে পকেটে নিয়ে ঘোরা।-চীনা প্রবাদ।
- একজন মানুষ ভবিষ্যতে কী হবেন সেটি অন্য কিছু দিয়ে বোঝা না গেলেও তাঁর পড়া বইয়ের ধরণ দেখে তা অনেকাংশেই বোঝা যায়।-অস্কার ওয়াইল্ড।
- বই হলো এমন এক মৌমাছি; যা অন্যদের সুন্দর মন থেকে মধু সংগ্রহ করে পাঠকের জন্য নিয়ে আসে।-জেমস রাসেল।
- আমাদের আত্মার মাঝে যে জমাট বাঁধা সমুদ্র - সেই সমুদ্রের বরফ ভাঙার কুঠার হল বই।-ফ্রাঞ্জ কাফকা।
- পড়, পড় এবং পড়।-মাও সেতুং।
- জীবনে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন-বই, বই এবং বই।-ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্।
- বই হচ্ছে অতীত আর বর্তমানের মধ্যে বেঁধে দেয়া সাঁকো।-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
- পৃথিবীতে অনেক হতাশাগ্রস্থ মানুষ একটি ভালো বই পড়ার কারণে আত্মহত্যা না করে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।-এম এস খান।

৬. উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি ঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে মোট কর্মক্ষম জনশক্তির এক বিরাট অংশ বেকার। অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় এ ধরনের বেকার জনশক্তি সার্বিকভাবে অর্থনীতির মন্দা অবস্থার প্রতিফলন। সম্প্রতি বিশ্ববিখ্যাত বৃটিশ সাময়িকী ইকোনমিস্ট ইন্টিলিজেন্স ইউনিট (ইআইউ)-এর এক প্রতিবেদনে

উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমানে বাংলাদেশের ৪৭ শতাংশ স্নাতকই বেকার। বস্তুতঃ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবছর যে-হারে শিক্ষিত যুবশক্তি বের হচ্ছে - চাকুরীর বাজারে এই নতুনদের চাকুরীর সুযোগ সেই-হারে খুবই ক্ষীণ অর্থ্যাৎ প্রতিবছর নতুন মোট চাকুরী প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ৫ শতাংশ চাকুরী প্রার্থীর জন্য সরকারী চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিকভাবেই বাকী ৯৫ শতাংশ চাকুরী প্রার্থীকে বেসরকারি চাকুরীর উপর নির্ভরশীল হতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বেসরকারী খাতেও নতুন চাকুরী সৃষ্টির সুযোগও তেমন আশাব্যঞ্জক নয়। এর ফলশ্রুতিতে দেশের এক বিরাট যুবশক্তি বেকারত্বের কড়াল গ্রাসে দিনাতিপাত করছে। দেশের এই বেকারত্বের চিত্র বিবেচনায় নিয়ে অত্র সংস্থার পক্ষ থেকে প্রণয়ন করা হয়েছে 'উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি'।

এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ যুব শ্রেণীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা গ্রুপে সংগঠিত করে বিভিন্ন ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা করা। ইতোমধ্যে এই কর্মসূচির আওতায় টার্গেটকৃত যুবকদেরকে সংগঠিত করার কাজ চালু করা হয়েছে।

৭. সেন্টমার্টিন দ্বীপে ইকো-ট্যুরিজম ঃ

এই কর্মসূচিটি সংস্থার পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক কর্মসূচি। বস্তুতঃ অত্র সংস্থার ১৯৯৪ সাল থেকে দ্বীপের প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করার একপর্যায়ে দ্বীপের জীববৈচিত্র কীভাবে সংরক্ষণ করা যায় তা মূল্যায়ণ সাপেক্ষ্যে এই কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। সংস্থার এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীপে বেড়াতে আসা ভ্রমণকারীদেরকে পরিবেশ বান্ধব উপায়ে ভ্রমণে সহযোগিতা করা, অর্থ্যাৎ কোন পর্যটক দ্বারা যাতে দ্বীপের কোন জীববৈচিত্রের ক্ষতি সাধিত না হয় সেজন্য তাদেরকে দ্বীপ ভ্রমণের লিখিত নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয়। একইসাথে দ্বীপ ভ্রমণে পর্যটকরা কী কী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারবেন সেসম্পর্কে প্রাঞ্জল ভাষার লিখিত লিফলেট বিতরণ করা হয়।

চিত্রে ঃ সেন্টমার্টিন দ্বীপের জীববৈচিত্র

৮. সেন্টমার্টিন দ্বীপে ক্রিড প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা ঃ

যে কোন উন্নয়ন কার্যক্রমের মূল এন্ট্রি পয়েন্ট হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। 'ক্রিড'-এর অগ্রযাত্রায় এই মূলমন্ত্র অনুসরণ করে সংস্থার নির্বাহী প্রধানের নেতৃত্বে ১৯৯৮ সালে এক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা সফরে সেন্টমার্টিন দ্বীপে ভ্রমণ করা হয়। উক্ত ভ্রমণকালে দ্বীপের

সাধারণ জনগণের সাথে আলাপ করে জানা যায় যে, উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৮ কি.মি. লম্বা দ্বীপের সর্ব উত্তর প্রান্তে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে একমাত্র একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও জুনিয়র হাই-স্কুল চালু আছে। দ্বীপের মধ্যভাগ ও দক্ষিণ প্রান্তের ছেলেমেয়েরা আধুনিক শিক্ষা থেকে প্রায় বঞ্চিত ছিল। এমতাবস্থায় স্থানীয় কোনারপাড়া গ্রামের সাধারণ জনগণের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৯৮ সালে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

সেন্টমার্টিন দ্বীপে ক্রিড প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থী

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ক্রিড কার্যক্রম চালু হওয়ার পূর্বে কোনাপাড়া মসজিদ সংলগ্ন মক্তব ঘরে স্থানীয় বাসিন্দারা ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা শিক্ষাদান কার্যক্রমও চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পরবর্তীতে ০৯.০৭.২০০০ইং তারিখ থেকে 'ক্রিড' কর্তৃক নতুন শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে উক্ত মক্তবের শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রথমে স্থানীয় শিক্ষানুরাগী মৌলভী এজাহার সাহেবের ঘরে, পরবর্তীতে উক্ত জায়গায় ক্রিড নির্মিত টিনশেড ঘরে বিদ্যালয়ের ক্লাস পরিচালনা করা হয়। এরপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ধীন এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদনক্রমে 'কানাডা ফান্ড বাংলাদেশ'-এর আর্থিক সহযোগিতায় বিগত অক্টোবর ২০০১ইং থেকে ফেব্রুয়ারী ২০০২ইং-এর মধ্যে দুটি বিদ্যালয় ঘরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে ২ রা মার্চ ২০০২ইং তারিখ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান কার্যক্রম চালু করা হয়। বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী পর্বে বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডিয়ান হাই কমিশনার মিঃ ডেভিট প্রেসটন, কানাডা ফান্ডের পরিচালক ও কানাডিয়ান হাই কমিশনারের সহধর্মিনী মিসেস কাতি বেরী প্রেসটন এবং তাদের ছেলে মিঃ নিক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অত্র প্রতিষ্ঠানের জমিদাতা মরহুম হাজী আব্দুর রহিম, মরহুম মৌলভী এজাহার মিয়ার পুত্রদ্বয় মৌলভী আব্দুর রহমান ও আব্দুল হক এবং স্থানীয় সমাজসেবক আব্দুর রহিম জিহাদী, মাস্টার সামসুল আলম, মৌলভী ফিরোজ আহমেদ, মরহুম জাফর মেম্বার প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। একইসাথে 'ক্রিড'-এর পক্ষে নির্বাহী প্রধান মোহাম্মদ সোলায়মান খান ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক মিঃ এ. কে. এম. আজাদ সহ বিদ্যালয় নির্মাণ কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় নৌবাহিনী, কোষ্টগার্ড ও পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ ও ছাত্রছাত্রী সহ অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বস্তুতঃ বঙ্গোপসাগরের বুকে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা অত্র সংস্থার একটি সামাজিক সেবামূলক বিনিয়োগ। এইমর্মে সংস্থার আর্থিক সেবামূল্যের বিনিময়ে ক্রিয়াশীল, অর্থ্যাৎ সেবা গ্রহণে সৃষ্ট ক্ষয় 'সেবা মূল্য দ্বারা রোধ করা' এই প্রেক্ষাপটে বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের শিক্ষাদানের নীতি হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ-

'জাতির মেরুদন্ড স্বরুপ শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ক্রিড কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মূলধন বিনিয়োগ করে অর্জিত সেবামূল্য দ্বারা নিজের জীবিকা নির্বাহ করা সহ প্রতিষ্ঠনের কার্যক্রম বিকাশমূখী রাখার লক্ষ্যে আর্থিক তহবিল গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা'।

২০০২ সাল থেকে আনুষ্ঠানিক যাত্রা, অতঃপর প্রতিবছর বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তি এবং পঞ্চম শ্রেণী থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদেরকে সনদ দিয়ে পরবর্তী মাধ্যমিক শিক্ষায় সম্পৃক্ত করার ধারাবাহিকতা অদ্যবধি চলমান রয়েছে।

বছর ভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তি এবং পঞ্চম শ্রেণী থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা

বছর	মোট ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	পঞ্চম শ্রেণী থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা
২০০৯	১৯৫	২৪
২০১০	২২৮	৩২
২০১১	১৫৫	২৮
২০১২	১৭৯	৩৮
২০১৩	১৬৩	৩৭
২০১৪	১৩৪	৩৩
২০১৫	১৩১	৩৬
২০১৬	১২২	৩৪
২০১৭	১১৪	৩৭
২০১৮	১২২	৩৬
২০১৯	১১৮	২৮

৯. সেন্টমার্টিন দ্বীপে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ঃ

ইতোপূর্বে ১৯৯৮ সাল থেকে এনজিও ফোরাম ফর ড্রিংকিং ওয়াটার সাপ্লাই এ্যান্ড স্যানিটেশন, ঢাকা অঞ্চল-এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় গাজীপুর জেলাধীন কালিগঞ্জ উপজেলার বক্তারপুর ও জাঙ্গালিয়া ইউনিয়নে গভীর নলকূপ স্থাপন ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ কার্যক্রম পরিচালনা করে অর্জিত অভিজ্ঞতা সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে পরবর্তীতে সেন্টমার্টিন দ্বীপে অনুরূপ কার্যক্রম পরিচালনা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ পর্যায়ে সরকারের 'বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন' এর সহযোগিতায় ২০০৭ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ সেন্টমার্টিন দ্বীপে নিরাপদ পানি সরবরহের লক্ষ্যে টিউবয়েল স্থাপন ও স্বাস্থ্য সম্মত জীবনযাপনের জন্য সাধারণ জনগণকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করার পাশাপাশি বিভিন্ন উদ্বুদ্ধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে টিউবয়েল বিতরণ ও স্যানিটেশন বিষয়ক জনসচেতনতা সৃষ্টিতে উঠান বৈঠক

নিম্নে স্যানিটেশন কার্যক্রমে এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত ও চলমান কার্যক্রমের অগ্রগতি সারণীর মাধ্যমে উল্লেখ করা হল ঃ-

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	বাস্তবায়নের কৌশল
১.	নিরাপদ পানি সরবরহের জন্য টিউবয়েল বিতরণ ও স্থাপন।	গ্রাম ও পাড়া ভিত্তিক প্রতি ৫ টি পরিবারের জন্য ১টি করে টিউবয়েল স্থাপন করতঃ এ পর্যন্ত সর্বমোট ৯৫টি টিউবয়েল বিতরণ করা হয়েছে।
২.	নিরাপদ স্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্যানিটেশন বিষয়ে সাধারণ জনগণকে সচেতন করা।	স্বাস্থ্য সম্মত জীবনযাপনে স্যানিটেশনের ভূমিকা ও স্যানিটাইজড জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার নিমিত্তে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে ঃ- ক) পাড়া ভিত্তিক উঠান বৈঠক; খ) স্কুল বঞ্চিত কিশোরীদের ওরিয়েন্টশন; গ) স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ওরিয়েন্টশন; ঘ) প্রদর্শনী ভিলেজ স্যানিটেশন কেন্দ্র স্থাপন।

১০. ভাসমান নৌকা স্কুল ঃ

সম্ভবতঃ মধ্যযুগের জীবনযাত্রার সাথে সম্পৃক্ত নৌকায় বসবাসকারী সান্দার শ্রেণীর জীবনযাত্রা। এরা বংশানুক্রমিক ধারায় ছোট ছোট নৌকায় বসবাস করে বিভিন্ন এলাকায় ব্যবসা করে থাকে। সংগত কারণে এই শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের জন্য ২০০৯ সালে ভাসমান নৌকা স্কুল কার্যক্রম চালু করা হয় । সভ্যতার ইতিহাসে কবে কখন আমাদের এই সমাজের সান্দার শ্রেণী নামক একটি জনগোষ্ঠী স্থলে বসবাস করার চেয়ে জলে নৌকায় বসবাস ও জীবিকা নির্বাহকে প্রাধান্য দিয়ে আসছে- তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা না গেলেও তারা এখনও আছে। কালের প্রবাহে এদের সংখ্যা হ্রাস পেলেও অদ্যবধি একটি শ্রেণী নৌকায় বাস করে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। এদের সন্তানেরা স্বাভাবিকভাবেই মৌলিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। ক্রিড এই বিষয়টি লক্ষ্য করেই ২০০৯ সালে সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহায়তা নিয়ে টুঙ্গি এলাকায় তূরাগ নদী ও গাজীপুরের নাগরী ইউনিয়নে দুটি নৌকা স্কুল চালু করে। প্রথম এক বছর ছেলেমেয়েরা আনন্দের সাথে এই নৌকা স্কুলে লেখাপড়া অব্যাহত রাখে পরবর্তীতে আশেপাশের স্থলভাগের ছেলেমেয়েদের সাথে লেখাপড়ার সম্পর্ক হলে এরা ক্রমান্বয়ে নৌকা স্কুলের পরিবর্তে স্থানীয় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে, ক্রিড এ বিষয়টি ইতিবাচক হিসেবে তাদের ভর্তিতে সক্রিয় সহযোগিতা করে । বর্তমানে সান্দার শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা আর পিছিয়ে নেই, তাদের অনেক সন্তান এখন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত।

ভাসমান নৌকা স্কুল

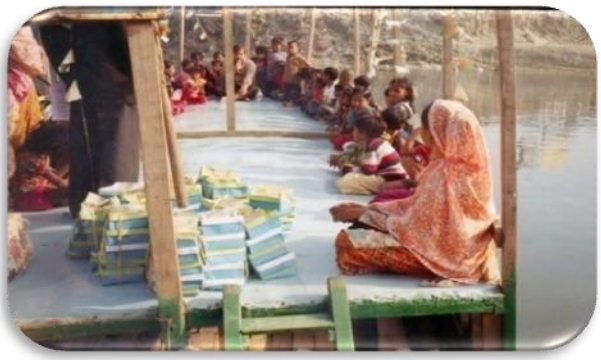

ভাসমান স্কুলে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রী

ছবির মেয়েটি সান্দার শ্রেণীর স্বপ্না- যিনি বর্তমানে ব্যবসায় প্রশাসন বিষয়ে সম্মান শ্রেণীতে অধ্যয়ণরত।

১১. কর্মী উন্নয়ন কর্মসূচি ঃ

সংস্থায় কর্মরত প্রায় ১০০জন উন্নয়ন কর্মীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এমআরএ, পিকেএসএফ এবং সিডিএফ আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী প্রেরণ করে তাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে দক্ষ করা সহ সংস্থার আভ্যন্তরীণ আয়োজনে উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহের ফলোআপ প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিগত বছরে সংস্থার ফুলদী আঞ্চলিক কার্যালয়ে এধরনের দুটি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক ও ফলোআপ প্রশিক্ষণ কোর্স ছাড়াও প্রায় ২মাস অন্তর অন্তর চলমান কর্মসূচির অগ্রগতি সম্পর্কে করণীয় পদক্ষেপ কি হবে-সেসম্পর্কে মতবিনিময় ও ফিডব্যাক সেশন এর আয়োজন করা হয়ে থাকে। ঋণ কার্যক্রমের ধারাবাহিক কর্মকান্ডে কর্মীদের একঘেঁয়েমী দূর করার লক্ষ্যে প্রতিবছর সংস্থার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সেন্টমার্টিন, কক্সবাজার ও কুয়াকাটা সমূদ্র-সৌকতে আনন্দ ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়। এরফলে কর্মীরা নবউদ্দীপনা অনুভব করে কাজে মনোযোগী হয়ে ওঠে।

বার্ষিক শিক্ষা সফরে ছেঁড়া দ্বীপে স্টাফদের আনন্দঘন মুহূর্ত

বার্ষিক শিক্ষা সফরে কুয়াকাটা সমূদ্র-সৈকতে স্টাফদের আনন্দঘন মুহূর্ত

২০১৯-২০২০ ইং সালের আর্থিক প্রতিবেদন

Statement of Financial Position/Balance Sheet
As on 30 June, 2020

SL. NO.	PARTICULAR	NOTES	Amount in Taka	
			30.06.2020	30.06.2019
PROPERTY & ASSETS				
Non- Current Assets				
A.	**Fixed Assets**	6.00	**13,543,399**	**14,201,547**
B.	**Investments**		**21,733,760**	**28,059,200**
	FDR	7.00	21,733,760	28,059,200
	Total Non- Current (A+B)		**35,277,159**	**42,260,747**
C.	**Current Assets :**		**298,833,640**	**227,849,536**
	Loan to Beneficiaries	8.00	**293,321,645**	**223,495,271**
	JAGORON	8.01	69,014,114	48,543,640
	AGROSOR	8.02	217,353,531	174,951,631
	AHDP	8.03	6,954,000	
			5,511,995	**4,354,265**
	Staff Loan	9.00	3,248,761	2,405,016
	Advance	10.00	1,545,162	1,244,359
	Unsettled Staff Advance	11.00	718,072	704,890
	Cash & Cash Equivalents:	12.00	**19,984,075**	**13,974,321**
	Cash in Hand	12.01	773,648	2,205,320
	Cash at Bank	12.02	19,210,427	11,769,001
	Total Property and Assets		**354,094,874**	**284,084,604**
D.	**Capital and Reserve Fund :**	13.00	**81,415,810**	**72,020,491**
	Reserved Fund	13.01	4,287,452	4,285,188
	Retained Surplus	13.02	38,587,069	38,566,705
	Other Fund :			
	Gratuity Fund	13.03	-	-
	Members Insurance Fund	13.04	7,137,160	5,440,713
	Loan Loss Provision (LLP)	13.05	31,404,129	23,727,885
	Disaster Management Fund	13.06	-	-
E.	**Long Term Liabilities**			
	Loan from PKSF (Repayable after one year)	14.01	**5,200,000**	**4,350,000**
	Rural Micro Credit (RMC)		0	0
	Micro Enterprise (ME)		0	0

	JAGORON		2,970,000	2,280,000
	AGROSOR		2,230,000	2,070,000
F.	**Current Liabilities:**		**7,337,998**	**5,000,000**
	Loan from PKSF (Repayable within one year)	14.02	**2,000,000**	**5,000,000**
	Rural Micro Credit (RMC)			
	Micro Enterprise (ME)			-
	JAGORON		1,000,000	3,000,000
	AGROSOR		1,000,000	2,000,000
	Loan from General Fund	15.01	**37,998**	**-**
	PF Loan	15.02	**3000000**	**0**
	GF Loan	15.03	**2300000**	**0**
G.	**Other Current Liabilities:**		**260,141,066**	**202,714,113**
	Group Members Savings Deposits	16.00	258,312,077	201,320,575
	Provision for Expenses	17.00	61,250	31,250
	Interest Payable on Wills Savings	18.00	1,362,288	1,362,288
	Supta Savings:		296,651	-
	Accounts Payble:		108,800	-
	Net Liability (E+F+G)		**354,094,874**	**284,084,604**

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ইতোমধ্যে অর্জিত ৩৩ বছরের অভিজ্ঞতা ও সংস্থায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রত্যাশা একত্রিত করে আগামী দিনে নিম্নোক্ত কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নের স্বপ্ন প্রনয়ণ করা হয়েছে।

১. পর্যায়ক্রমে ৯০ ভাগ ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে উন্নীত করা।
২. বর্তমানে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাতে ঋণ গ্রহীতাদেরকে আধুনিক উন্নয়ন প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করে কমপক্ষে ৭০ ভাগ ঋণীকে টেকসই অগ্রগতিতে উন্নীত করা।
৩. চলমান কর্ম এলাকায় শিক্ষিত বেকার যুবকদেরকে কমপক্ষে ০৫ সদস্য বিশিষ্ট উদ্যেক্তা গ্রুপে সংগঠিত করে সম্ভাব্য ব্যবসা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা করা।
৪. চলমান কর্ম এলাকার অল্প শিক্ষিত/ নিরক্ষর যুবকদেরকে বাস্তব উৎপাদন ও ব্যবসা প্রক্রিয়া সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করে আয় অর্জনে কর্মক্ষম করা।
৫. সংস্থা কর্তৃক সদ্য প্রণীত 'বই বন্ধু ফোরাম' এর প্রচার দেশের ইউনিয়ন ভিত্তিক সম্প্রসারণ করতঃ সুশীল পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
৬. 'আমরা চাকুরী চাই না-আমরা চাকুরী দেই' -এই নীতির উপর ভিত্তি করে নতুন উদ্যোক্তাদেরকে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করার নিমিত্তে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গঠন করা।
৭. ঋণ কার্যক্রমের সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে উন্নত চিকিৎসা সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে একটি চিকিৎসা অবকাশ কেন্দ্র স্থাপন করা।
৮. সংস্থায় কর্মরত সকল স্তরের কর্মীদের বিশেষ মুহূর্তে-যেমন দূর্ঘটনায় কাজে অক্ষম হওয়া, কর্মরত অবস্থায় হঠাৎ মৃত্যুবরণ ও ২০ বছর কাজ করার পর শারীরিক দূর্বলতার কারণে অবসর গ্রহণ করতে পারে সেজন্য কল্যাণ তহবিল গঠন করা।
৯. সেন্টমার্টিন দ্বীপে সংস্থা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ক্রিড প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে ভ্রমণ পিপাসুদেরকে সংগঠিত করে পরিবেশ বান্ধব 'ক্রিড ইকো-ট্যুরিস্ট ক্লাব' গঠন করা।
১০. বিশ্ব ব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট ভারসাম্যহীনতা রোধকল্পে ঋণ কার্যক্রমের সদস্যদেরকে সচেতন করার মাধ্যমে কালো ধোঁয়া নির্গমন বন্ধ করা সহ ব্যপক ভিত্তিক বৃক্ষরোপনে উদ্বুদ্ধ করা।
১১. 'সংঘাত নয় সমঝোতা'-এই নীতির উপর ভিত্তি করে কর্ম এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে সৃষ্ট অনাকাঙ্ক্ষিত বিরোধ নিরশনে প্রচলিত সালিশ কার্যক্রমকে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে 'মামলা নয় সালিশ' শীর্ষক নীতিতে সংশ্লিষ্ট সালিশকারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।

সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করতঃ কয়েকজন সফল উদ্যোক্তার গল্প

একজন উদ্যোগী জাহানারা বেগম

ক্রিড ফুলদী শাখার সদস্য জাহানারা বেগম। লেখাপড়া জানা না থাকলেও জাহানারা বেগম পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে সাধারন জ্ঞানে উজ্জীবিত ও চিন্তা চেতনায় আধুনিক উন্নয়নমূখী উদ্যোগী নারী। স্বামীর স্বল্প আয় ও সাংসারিক অভাব অনটন জাহানারা বেগমকে সার্বক্ষণিক কিছু একটা করার চিন্তা ভাবনা তাড়িয়ে বেড়াত। কিভাবে বাড়তি আয় করা যায়, কিভাবে স্বামীকে সহযোগীতা করা যায়- এমন চিন্তা ভাবনা থেকেই ক্রিডের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে ভর্তি হওয়া। জাহানারা বেগমের উদ্যোগী মনোভাব, সাহস, মেধা ও সততা সর্বোপরি ক্রিড সংস্থার সহযোগীতায় আজ জাহানারা বেগম একজন সফল উদ্যোক্তা। নব্বই দশকের শেষের দিকে জাহানারা বেগম ক্রিড ফুলদী শাখা থেকে ১ম দফায় ১৫০০০/-(পনের হাজার টাকা) ঋণ গ্রহণ করে এবং তাঁর নিকট গচ্ছিত ১৫০০০/-(পনের হাজার টাকা)সহ মোট ৩০০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা দিয়ে তাঁর স্বামীকে একটি পুরাতন বেবি টেক্সি ক্রয় করে দেন। সততা, সাহস ও দায়ীত্ববোধ থেকে জাহানারা বেগম যথাসময়ে ও যথা নিয়মে ঋণের টাকা পরিশোধ করে দেন।

পরবর্তী পর্যায়ে জাহানারা বেগম নিজের উদ্যোগী মনোভাব থেকে নিজেই কিছু একটা করবেন এমন চিন্তা চেতনা থেকে পুনঃরায় ক্রিড ফুলদী শাখা থেকে ২য় দফায় ২০০০০/-(বিশ হাজার টাকা) ঋণ গ্রহণ করে বাড়ীর সন্নিকটে ২০ শতাংশ জমি বন্ধক নিয়ে সবজী চাষ শুরু করেন। স্বামীর দৈনিক আয় থেকে অর্থ বাঁচিয়ে এবং জমির উৎপাদিত ফসল/সবজী বিক্রি করে নিয়ম মাফিক যথাসময়ে ঋণের টাকা পরিশোধ করেন এবং বাড়তি আয় সঞ্চয় হিসেবে জমা করেন। একইভাবে পরবর্তী দুই বছর যথাক্রমে ৩য় দফায় ২৫০০০/-(পঁচিশ হাজার) টাকা ও ৪র্থ দফায় ৩০০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করে জমি বন্ধকি প্রকল্প শিরোনামে ঋণ গ্রহণ করেন এবং তাঁর দায়ীত্ববোধ থেকে যথাসময়ে ও যথানিয়মে ঋণের টাকা পরিশোধ করেন। ৪র্থ দফা শেষে জাহানারা বেগমের নিজস্ব পুঁজি/ক্যাশ ৭০০০০/-(সত্তর হাজার) টাকা।

একজন সাহসী জাহানারা বেগম তাঁর এই ধারাবাহিকতা, সফলতা, স্বামীর অনুপ্রেরণা ও এলাকার বাজারজাতকরনের দিক বিবেচনায় তাঁর নিকট গচ্ছিত ৭০০০০/-(সত্তর হাজার) টাকায় একটি মিনি গরুর ফার্ম করার চিন্তা ভাবনা করেন এবং তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ইং সালের মার্চ মাসে ক্রিড ফুলদী শাখা থেকে ১০০০০০/-(এক লক্ষ) টাকা অগ্রসর খাতে গাভী পালন প্রকল্পের অনুকুলে ঋণ গ্রহণ করে দুইটি বকনা (Pree Milking cow) ক্রয় করেন। পাশাপাশি তাঁর বড় ছেলে (এসএসসি পাশ) কে সাভার ডেইরী ফার্ম এ গাভী প্রতিপালন, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও রোগ নির্ণয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং কৃত্রিম প্রজনন বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করান।

স্বামী, প্রশিক্ষিত সন্তান ও জাহানারা বেগমের যৌথ প্রচেষ্টায় গাভী পালন প্রকল্পের টাকা যথাসময়ে পরিশোধ করে দেন। প্রকল্প শেষে দুটো বকনা গাভীতে উন্নীত হয়ে দুইটি বাছুর সহ তাঁর মোট গরুর সংখ্যা দাঁড়ায় ০৪(চার) টি। এক পর্যায়ে ক্রিড ফুলদী শাখা জাহানারা বেগমকে একজন উদ্যোক্তা হিসাবে চিহ্নিত করেন। পরবর্তী পর্যায়ে জাহানারা বেগম পর্যায়ক্রমে অগ্রসর খাতে গাভী পালন প্রকল্পে ৩১.০১.২০১৫ইং তারিখে ১০০০০০/-(এক লক্ষ) টাকা, ১৫.০৩.২০১৬ইং তারিখে ৯০০০০/-(নব্বই হাজর) টাকা, ০৮.০৪.২০১৭ইং তারিখে ৬০০০০/-(ষাট হাজার) টাকা এবং সর্বশেষ ১৭.০৭.২০১৮ ইং তারিখে ০২(দুই) বছর মেয়াদে ২০০০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। প্রতিটি দফার ঋণ ফেরত সন্তোষজনক ছিল এবং বর্তমানেও নিয়মিতভাবে ঋণের টাকা পরিশোধ করে যাচ্ছেন।

বর্তমানে জাহানারা বেগম একজন সফল উদ্যোক্তা। তার মিনি ফার্মে ০৪(চার)টি অষ্ট্রেলিয়ান গাভী, একটি বকনা ও তিনটি বাছুর সহ মোট ০৮(আট)টি গরু বিদ্যমান। চারটি গাভীতে দৈনিক ৩৮ লিটার দুধ সংগ্রহ করেন এবং যার বাজার মূল্য ৩৯০০/-(তিন হাজার নয়শত) টাকা। পরিসংখানগত দিক বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রতি চারদিনে নিম্ন তালিকা অনুযায়ী খরচ হয় ।

প্রকল্পে প্রতি চার দিনের খরচের বিবরণী ঃ-

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমান	টাকার পরিমান
১	ভূষি	০১ বস্তা	১৫০০/-
২	দানাদার খাদ্য	০১ বস্তা	২২৫০/-
৩	ভুট্টার ফাঁকি	০১ বস্তা	১৫০০/-
৪	কুড়া	০১ মণ	৫০০/-
৫	অনান্য		১০০০/-
		মোট খরচ (প্রতি চার দিনে)=	৬৭৫০/-
প্রতিদিনে খরচ হয় ১৬৮৮/- (এক হাজার ছয়শত আটাশি টাকা । অর্থ্যাৎ প্রতি মাসে খরচ হয়(১৬৮৮ * ৩০ দিন) = ৫০৬৪০ টাকা			
দুধ বিক্রি থেকে মাসিক আয় = প্রতিদিন ৩৯০০/- * ৩০ দিন = ১১৭০০০/- টাকা। সুতরাং মাসিক নীট লাভ = ৬৬৩৬০/- টাকা			

বর্তমানে জাহানারা বেগম দুই ছেলে ও এক মেয়ের জননী, বড় ছেলে এলাকায় গবাদী পশুর চিকিৎসা ও কৃত্রিম প্রজনন এর কাজ করেন, ছোট ছেলে কালিগঞ্জ কলেজে এইচএসসি-তে এবং মেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। স্বামী ১ম দফায় গ্রহণকৃত ঋণের টাকায় ক্রয়কৃত সিএসজি-এর ড্রাইভার হিসাবে কাজের পাশাপাশি ফার্মে নিয়মিত কাজ করে থাকেন। উপার্জিত অর্থে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এসেছে, কাঁচা পায়খানার পরিবর্তে পাকা পায়খানা, মাটির ছোট চারচালা থেকে সেমি-পাকা ঘর তৈরী করেছেন। নারী ক্ষমাতায়নে জাহানারা বেগম এখন একধাপ এগিয়ে। ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও জাহানারা বেগম এখন অনুকরণীয়, তাঁর প্রতিবেশীদের মধ্যে পিছিয়ে পড়া অনেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছে তাঁকে অনুসরণ করতে।

তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদনে ঃ

মোঃ শামসুল আলম, প্রোগ্রাম অফিসার, ক্রিড/CREED

জীবন সংগ্রামে স্বাবলম্বী এক নারী-ফেরদৌসি

ক্রিড দাউদপুর শাখার ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে এলাকার অনেক পিছিয়ে পড়া দম্পত্তি আর্থ-সামাজিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হয়েছেন, হয়েছেন আত্মনির্ভশীল ও আত্মপ্রত্যয়ী। এদের মধ্যে একজন সদস্যর ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর জীবনে ঘুরে দাড়ানোর গল্প তুলে ধরা হল।

সদস্য পরিচিতি

উদ্যোক্তার নাম ও ঠিকানা	সমিতি ও সদস্য কোড	পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বিবরণ	সমিতিতে ভর্তির তারিখ ও উদ্দেশ্য	প্রথম দফায় ঋণের বিবরণ	সর্বমোট ঋণ গ্রহণের পরিমাণ
নাম ঃ ফেরদৌসি ঠিকানা ঃ কাজিরবাগ, দাউদপুর, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ	সমিতি ঃ মৌচাক কোড ঃ ০৮-০১৮-০০৪	স্বামী ঃ কাজী ডলার পেশা ঃ স্ত্রীর গার্মেন্টেস ব্যবসায় সহযোগিতা	তারিখ ঃ ২৯-০২-২০১৯ উদ্দেশ্য ঃ ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের মাধ্যমে নিজ ও পরিবারের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করা।	টাকা ঃ ১০০,০০০/= তারিখ ঃ ০২-০৩-২০১৯ উদ্দেশ্য ঃ নিজস্বভাবে তৈরী পোশাক উৎপাদনের লক্ষ্যে মেশিন ক্রয়।	পরিমান ঃ ৫,৫০,০০০ ঋণের দফাঃ ০৩

সময়টা ছিল ২০১৮ সালের ডিসেম্বর । উত্তরার একটা গার্মেন্টস এ কাজ করতেন ফেরদৌসি। স্বামী সন্তান ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দেখাশোনাও করতেন পাশাপাশি । নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালান করলেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অপমান-দূর্ব্যবহার ছিল নিত্য দিনের সঙ্গী। ফেরদৌসি দীর্ঘ ১৫ বছরের চাকুরীর অবসান ঘটান ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে। চাকুরী জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে নতুন কিছু করার প্রেরণা যোগায়। চলে আসেন গ্রামের বাড়ী দাউদপুর, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জে। কিন্তু তখনো তাঁর মাথায় যে বিষয়টি আসেনি 'সে কি করবে? কার কাছে যাবে কিংবা নিজে কিছু করতে গেলে যে পুঁজি লাগবে তা কোথা থেকে পাবে?'। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর নিজেই হতাশায় ভুগতে থাকেন পুঁজি এবং পরিকল্পনার অভাবে। তাঁর সাথে একদিন পরিচয় হয় ক্রিড দাউদপুর শাখার এক উন্নয়ন কর্মীর সাথে। পরিচয় হওয়ার আগে অবশ্য ফেরদৌসি ক্রিড সম্পর্কে কিছু জানতেন না। আমাদের উন্নয়ন কর্মী তার কাজের অভিজ্ঞতা, বর্তমান অবস্থা ও তাঁর মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রতিভা এবং কর্মস্পৃহা সম্পর্কে সম্মখ ধারণা নিয়ে তাঁকে কিভাবে সহযোগিতা করা যায় তা নিয়ে কথা বলেন ক্রিড দাউদপুর শাখার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে। ক্রিড দাউদপুর শাখা বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে কিভাবে তাঁকে সহযোগিতা করা যায় তা নিয়ে ভাবতে শুরু করে।

এরপর ফেরদৌসিকে নিয়ে গঠন করা হয় নতুন সমিতি 'মৌচাক' এবং তাকে সদস্য করা হয়। পোশাক কারখানায় তাঁর পূর্বের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিজের মত করে কাজ শুরু করার জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ক্রিড দাউদপুর শাখা থেকে ১,০০,০০০/- টাকা ঋণ প্রদানের দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ফেরদৌসি প্রথম পর্যায়ে ৪ টি মেশিন ক্রয়ের মাধ্যমে শুরু করেন তাঁর জীবনের গল্প। আকাশচুম্বি স্বপ্ন, অদম্য মনোবল, নিরলস পরিশ্রম ও ক্রিড-এর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও দিকনির্দেশনা তাঁকে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে তাঁর ব্যবসা সম্প্রসারণ ও উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তাকে দ্বিতীয় দফায় ২,০০,০০০/- টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়, যা দিয়ে তিনি আরও ৮ টি মেশিন ও অন্যান্য সহায়ক যন্ত্রাংশ ক্রয় করে ব্যবসা সম্প্রসারণের পাশাপাশি আরও ৬ জন নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। তাঁর উৎপাদিত পোশাক সামগ্রী রাজধানী ঢাকাতে সরবরাহ করা হচ্ছে। তৃতীয় দফায় তিনি ২,৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে নতুন আরও ৮ টি মেশিন, কাঁচামাল ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেন।

ফেরদৌসির বর্তমান ব্যবসার আকার

ফ্যাক্টরীর আকার	মেশিন ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	মোট কর্মচারীর সংখ্যা	উৎপাদিত পণ্যের বাজার মূল্য (মাসিক)	যাবতীয় খরচ বাদ দিয়ে নীট লাভ	মন্তব্য
১৭০০ স্কয়ার ফিট	১৮ টি	৮ জন	২,৫০,০০০/-	প্রায় ১ লাখ টাকা	আগামী এক বছরে ব্যবসার প্রসার দ্বিগুণ হবে বলে তিনি আশাবাদী।

তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদনে ঃ

মোঃ ময়নাল হোসেন, সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক, দাউদপুর শাখা, ক্রিড।

নাছিমার স্বপ্ন এখন আর স্বপ্ন নয়

আজ থেকে ২০ বছর পূর্বে বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল- যখন ৭০% লোক দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করত। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান এই ০৫ টি মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারত না। নাছিমারা সেই সীমারেখার বাইরে নয়। দারিদ্র নামক মানব ব্যধীটি নাছিমাদেরকে নিষ্পেশিত করেছে। অল্প বয়সে নিরক্ষর দিনমজুর গিয়াস উদ্দীনের সাথে নাছিমার বিবাহ ও ০৪ কন্যা সন্তানের জন্ম হয় । নাছিমার দিন মজুর স্বামী গিয়াসউদ্দীন ও ৪ সন্তান নিয়ে ভাঙ্গা একটি মাটির ঘরে অর্ধাহারে/ অনাহারে ভগ্ন শরীর নিয়ে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে বসবাস করত। এরুপ অবস্থায় নাছিমার চোখে মুখে নেমে আসে গভীর অন্ধকারের ছাপ । কিভাবে পাবে আলোর সন্ধান ? পথ খুঁজতে থাকে নাছিমা । ২০০২ সালের কোন এক শুভ সকালে দারিদ্র দূরীকরণে সম্মূখ যোদ্ধা 'ক্রিড' সংস্থার উন্নয়ন কর্মী সারওয়ার মোর্শেদ খানের সাথে পরিচয় হয় নাছিমার পাড়ারটেক পদ্মা সমিতির সভানেত্রী কবিতা দাসের বাড়িতে। পদ্মা সমিতির কর্মকান্ড দেখে কৌতুহলী নাছিমার মনে প্রশ্ন জাগে কিভাবে সে দারিদ্রতার কষাঘাত থেকে মুক্তি পাবে?

২০০২ সালের ৯ জুলাই মানব ব্যধী 'দারিদ্র' দূরীকরণের চিকিৎসক সারওয়ার মোর্শেদ খানের সহায়তায় গঠন করেন পাড়ারটেক মেঘনা মহিলা সমিতি। তখন সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ০৭ জন। বর্তমানে ৫০ জনে উন্নীত হয়েছে। কালিগঞ্জ শাখা থেকে নাছিমা প্রথম ৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে- যা দিয়ে হস্ত শিল্পের কাজ শুরু করেন, তবু অভাব যেন পিছু ছাড়তে চায়না। নাছিমা স্বপ্ন দেখে পরিবার পরিজন নিয়ে কিভাবে সুখে-শান্তিতে দুবেলা দু-মুঠো ভাতের যোগান করা যায়। এভাবে দিন যায় বছর যায় নাছিমার। আস্তে-আস্তে নাছিমার সংসারে আসতে থাকে ইতিবাচক পরিবর্তন । এ পর্যন্ত নাছিমা ক্রিড থেকে ১৮ দফা ঋণ গ্রহণ করেছে। নাছিমার ০৩ মেয়ে এস এস সি পাশ করেছে। বড় মেয়ে নাসিং বিষয়ে লেখাপড়া করে ঢাকার হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে চাকুরী করে। সর্বশেষ নাছিমা ১,০০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে কুটির শিল্পের কাজ আরও সম্প্রসারণ করেন। বর্তমানে তাঁর কাজের সাথে ৫০ জন নারী জড়িত রয়েছেন। প্রতিদিন গড়ে তাঁরা ২০০০-৩০০০ টাকা আয় করেন এবং নাছিমার মাসে আয় হয় ১০/২০ হাজার টাকা। নাছিমা তাঁর বাড়িতে নতুন ঘর করেছেন যার মূল্য ৫ লক্ষ টাকা। ক্রিড-এর প্রশিক্ষণ ও সাপ্তাহিক মিটিং-এ উন্নয়নমূলক আলোচনা শুনে নাছিমা এখন যথেষ্ট সচেতন।

জীবন সংগ্রামে জয়ী সফল যোদ্ধা নাছিমা বেগম এখন স্বাবলম্বী।

তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদনে ঃ
সুনীল কুমার সরকার, শাখা ব্যবস্থাপক, কালিগঞ্জ, ক্রিড ।

"সেই যথার্থ মানুষ যে জীবনের পরিবর্তন দেখেছে এবং পরিবর্তনের সাথে নিজেও পরিবর্তিত হয়েছে।।"-বায়রন

পারভীন বেগম-একজন সফল ব্যবসায়ী

পারভীন বেগম উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা- গাজীপুর। ২০০১ইং সালে পারভীন বেগম বউ হিসেবে গোয়ালিয়াবাড়ী গ্রামে আসেন। স্বামী আমজাদ হোসেন তখন আলাউদ্দিন টেক বাজারে ফুটপাতে ছোট একটা চায়ের দোকান নিয়ে তাঁর ব্যবসা পরিচালনা করতেন। শ্বশুর বাড়ীতে পারভীন বেগমের থাকার কোন নিজস্ব কোন ঘর ছিল না। যৌথ পরিবারে একটি মাত্র ঘরে ০৮ সদস্যর মধ্যে পারভীন বেগম ও আমজাদ হোসেনকে থাকতে হত।

আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায় ও তাঁর স্বামীর স্বল্প আয়ে ঘর নির্মাণ তো দুরে থাক, সাধারন জীবন যাপন করাই কষ্টসাধ্য ছিল। নিজের ব্যক্তি স্বাধীনতা বিশেষ করে মানুষের মৌলিক অধিকারের একটি বাসস্থানের তাগাদা অনুভব করে একটি নিজ বাসস্থান নির্মাণের পরিকল্পনা করেন, বাপের বাড়ী ও নিকট আত্মীয়-স্বজন অনেকের নিকট টাকা চেয়ে না পেয়ে সেন্টার ফর রিহ্যাবিলিটেশন এডুকেশন আরনিং ডেভেলপমেন্ট (ক্রিড) সংস্থার ফুলদী শাখায় গোয়ালিয়াবাড়ী 'বনানী মহিলা সমিতি'-তে ভর্তি হন।

প্রথম দফায় ২০০০০/-(বিশ হাজার টাকা) ঋণ গ্রহণ করে ১২০০০/- টাকায় একটি ছোট মাটির চারচালা ঘর নির্মাণ করেন। বাকী ৮০০০/- টাকা স্বামীর চায়ের দোকান বিনিয়োগ করেন। চায়ের দোকানে স্বামী স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় চলতে থাকে যার কারণে নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করতে কোন প্রকার বেগ পেতে হয়নি। সফলভাবে ১ম দফার ঋণের টাকা পরিশোধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে পারভীন বেগম ও স্বামী আমজাদ হোসেন আলাউদ্দিন টেক বাজারে একটি হোটেল ব্যবসা পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে ০৪.০৫.২০১৩ইং তারিখে পরবর্তী দফায় ৩০০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন এবং হোটেলের সরঞ্জামাদী ক্রয় (চেয়ার, টেবিল, ক্রোকারীজ) বাবদ জাগরণ খাত থেকে হোটেল ব্যবসা শিরোনামে ৩০০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন।

পারভীন বেগম ও তাঁর স্বামী হোটেল ব্যবসায় কোন কর্মচারী না নিয়ে দুজনেই পরিচালনা করতে থাকেন এবং সফলতার সাথে ঋণের সাকুল্য টাকা যথাসময়ে পরিশোধ করে দেন। তারই ধারাবহিকতায় পরবর্তী পর্যায়ে অগ্রসর খাত থেকে ২৩.০৪.২০১৪ইং তারিখে ৪০০০০/-(চল্লিশ হাজার) টাকা, ৩০.০৬.২০১৫ইং তারিখে জাগরণ খাত থেকে ২০০০০/-(বিশ হাজার) টাকা, ০৭.০৫.২০১৭ইং তারিখে ২৫০০০/-(পঁচিশ হাজার) টাকা এবং সর্বশেষ ০৯.১০.২০১৮ইং তারিখ অগ্রসর খাত থেকে ১০০০০০/-(এক লক্ষ) টাকা ঋণ গ্রহণ করে একটি সেমি-আধুনিক হোটলে রুপান্তরিত করেন, যেখানে গ্রীল তৈরীর আধুনিক মেশিন রয়েছে।

বর্তমানে তাঁর হোটেলে নান রুটি, গ্রীল সহ সকল প্রকারের আধুনিক খাবার তৈরী ও সরবরাহ করা হয়। হোটেলে ০৪(চার) জন কর্মচারী কাজ করছে। পারভীন বেগমের উদ্যোগী মনোভাব ও ক্রিড সংস্থার সহায়তায় তাঁর হোটেলে ০৪(চার) জন ব্যক্তি কর্মসংস্থানের ব্যাবস্থা হয়েছে। একইসাথে ০৪টি পরিবারের স্বচ্ছলতা এসেছে। পারভীন বেগমের সাথে আলোচনা করে তাঁর হোটলের আয়-ব্যয় সম্পর্কিত আলোচনায় জানা যায় দৈনিক চার জন কর্মচারীর বেতন হিসাবে খরচ ৯৫০/-(নয়শত পঞ্চাশ) টাকা। হোটেলের দৈনিক বিক্রি গড়ে ৬০০০/-(ছয় হাজার) টাকা।

হোটেলে দৈনিক আয়-ব্যয়ের বিবরনী ঃ-

আয়ের খাত			ব্যয়ের খাত		
ক্রমিক নং	**বিবরন**	**টাকা**	**ক্রমিক নং**	**বিবরন**	**টাকা**
১.	দৈনিক বিক্রি	৬০০০/-	১.	ময়দা ১০ কেজি	৩০০/-
			২.	মুরগী(ব্রয়লার)- ৮ কেজি	৮৮০/-
			৩.	চাল (সাধারন ও পোলাউ)- ০৭ কেজি	৯০০/-
			৪.	মাছ ০৩ কেজি	৬০০/-
			৫.	মসলা, তেল, জ্বালানী ও অনান্য	১০০০/-
			৬.	কর্মচারীর বেতন	৯৫০/-
	মোট ঃ	৬০০০/-		মোট ঃ	৪,৬৩০/-
মোট নীট লাভ					১৩৭০/-
মাসিক আয় = ১৩৭০/- * ৩০ দিন = ৪১১০০					

বর্তমানে পাভীন বেগমের তিন মেয়ে। বড় মেয়ে কিছুদিন আগে বিয়ে দিয়েছেন, মেজো মেয়ে নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ও ছোট মেয়েটি শিশু। এক সময়ে নিজের বাসস্থান না থাকা পারভীন বেগমের বাড়ীতে এখন সেমি-পাকা ঘর। নারীর ক্ষমতায়ানে পারভীন বেগম এখন একধাপ এগিয়ে, আর্থিক স্বচ্ছলতা পারভীন বেগমকে অনেকটা সন্মানীয় জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। পারভীন বেগম স্থানীয় পর্যায়ে এখন অনুকরণীয়। পিছিয়ে পড়া অনেকেই তাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করছে।

তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদনে ঃ

মোঃ শামসুল আলম, প্রোগ্রাম অফিসার, ক্রিড/CREED

পুষ্পরানীর কবুতরের বাদশা

পুষ্প রানী পাল, স্বামী- মনোরঞ্জন পাল, গ্রাম- নাওয়ান, ডাকঘর- বিবি গাঁও, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা- গাজীপুর। ১৯৯৮ইং সালে পাল পুঁজির সন্ধানে পুষ্প রানী নাওয়ান 'শেফালী মহিলা সমিতি'-র সদস্যপদ লাভ করেন। সাপ্তাহিক ০৫(পাঁচ) টাকা সঞ্চয় প্রদান থেকে যাত্র শুরু করেন সেন্টার ফর রিহ্যাবিলিটেশন এডুকেশন আরনিং ডেভেলপমেন্ট (ক্রিড) সংস্থার সাথে। জীবিকার তাগিদে নিজ পেশার (মাটির হাড়ি পাতিল তৈরী) পুঁজি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ক্রিড ফুলদী শাখা থেকে ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং ক্ষুদ্র পরিসরে হাড়ি পাতিল ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসা শুরু করেন। ঋণ গ্রহণের ধারাবাহিকতায় পরবর্তী বছর থেকে পর পর তিন বছর ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা করে ঋণ উত্তোলন করে হাড়িপাতিল ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসা করেন ও লাভের টাকা সংরক্ষণ করে পুঁজি হিসেবে জমা করতে থাকেন। উদ্দেশ্য ছিল একটি আবাসস্থল নির্মাণ করা। মাত্র ০৬ ফাইল টিনের একটা ছাপড়া ঘরে দুই সন্তান নিয়ে থাকতে হয়েছে পুষ্প রানীকে। ২০০৪ ইং সালে ক্রিড ফুলদী শাখা থেকে ১০০০০/-(দশ হাজার) টাকা ঋণ এবং তাঁর নিকট গচ্ছিত ১০০০০/-(দশ হাজার) টাকা মোট ২০০০০/-(বিশ হাজার) টাকায় একটি চারচালা মাটির টিনের ঘর নির্মাণ করেন। প্রতি দফাতেই ঋণের টাকা যথা সময়ে পরিশোধ করে দেন।

২০০৫ইং সালে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করে একটি নলকূপ স্থাপন করেন। প্রতি বছরই ক্রিড ফুলদী শাখা থেকে ঋণ গ্রহণ করে নিজ পেশায় টাকা বিনিয়োগ করে লাভবান হয়েছেন এবং অর্জিত লাভের টাকায় ইলেকট্রিক ফ্যান, সোকেইজ, কাঁচা পায়খানা থেকে পাকা পায়খানা তৈরী করেছেন, ছেলেদের স্কুলে পাঠিয়েছেন। পেশায় পাল সম্প্রদায় হওয়ায় নিজ ব্যবসাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এক সময় পুষ্প রানী দৈনিক মুজুরী ভিত্তিক অন্যের কাজ করে দিতেন। ১৪.০৭.২০১৪ ইং তারিখ ক্রিড ফুলদী শাখার জাগরণ খাত থেকে ২৫০০০/-(পঁচিশ হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে এককভাবে ব্যবসা পরিচালনা শুরু করেন। ব্যবসায় সফলতা আসে এবং ঋণের সাকুল্য টাকা যথাসময়ে পরিশোধ করে দেন।

ব্যবসার সফলতায় ১৯.০৭.২০১৬ইং তারিখ পুনঃরায় অগ্রসর খাত থেকে ৫০০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করে মহাজনদের বিশেষ এক ধরনের পাত্র (স্থানীয়ভাবে নাম কবুতরের বাদশা-যাহা বিদেশে রপ্তানী হয়) সরবরাহ শুরু করেন। ব্যবসায় সফলতা আসে, পরবর্তী বছরে ০৭.০৩.২০১৮ইং তারিখ পুনঃরায় অগ্রসর খাত থেকে ৫০০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। যথারীতি ও সময়মত ঋণের কিস্তি পরিশোধ করে দেন। বর্তমানে ২৮.০৭.২০১৯ তারিখে ৩৯০০০/-(ঊনচল্লিশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করে নিয়মিত কিস্তির টাকা টাকা পরিশোধ করে যাচ্ছেন।

ব্যবসায় আয়-ব্যয় ও লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান লিখিতভাবে কোন হিসাব রাখতে পারেন নাই তবে জানান পর্যায়ক্রমে ছাপড়া থেকে চারচালা ঘর করেছেন, কাঁচা পায়খানা থেকে পাকা পায়খানা করেছেন, ইলেকট্রিক ফ্যান, টেলিভিশন ও সোকেজ ক্রয় করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে তেমন কোন দেনা পাওনাও নাই। ক্রিড ফুলদী শাখার আর্থিক সহযোগীতায় আজ তাঁর অবস্থার পরিবর্তন এসেছে। চলতি বছরের জাগরণ খাত থেকে নেয়া ৩৯০০০/-(ঊনচল্লিশ হাজার) টাকার ঋণের খরচের বিবরন ও সম্ভাব্য আয় জানতে চাইলে নিম্নের উল্লেখিত হিসাব উল্লেখ করেন।

প্রকল্পের আয় ও ব্যয় বিবরনী ঃ

আয়ের খাত			ব্যয়ের খাত		
নং	বিবরন	টাকা	নং	বিবরন	টাকা
১.	পাত্র (কবুতরের বাদশা) বিক্রি প্রতি বার পোড়াইতে ২০০০ পিচ *প্রতিটির মূল্য ১০/- টাকা * ০৬ বার =	১২০০০০/-	১.	মাটি ক্রয়	১৯০০০/-
			২.	পোড়াইতে খরচ প্রতিবার ২৫০০/- * ০৬ বার	১৮০০০/-
			৩.	পরিবহন ও অনান্য খরচ	৫০০০/-
	মোট ঃ	১২০০০০/-		মোট ঃ	৪২০০০/-
মোট নীট লাভ					৭৮০০০/-

জীবন যুদ্ধে পুষ্প রানী এখন অনেকটা স্বাভাবিক, তবে বাজারে পাল সম্প্রদায়ের পেশা ও কাজের কদর না থাকায় নিজ পেশা/কাজ থেকে সন্তানদের দুরে রেখেছেন। তার দুই ছেলে- বড় ছেলে টেইলার্সের দোকানে কাজ করে এবং ছোট ছেলে গ্রীল ওয়ার্কসপের দোকানে কাজ করে।

তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদনে ঃ

মোঃ শামসুল আলম, প্রোগ্রাম অফিসার, ক্রিড/CREED

যেভাবে শুরু হ'ল ক্রিড-এর ক্ষুদ্রঋণ

অধ্যাপক খান মোঃ মামুন

গাজীপুর জেলাধীন কালিগঞ্জ উপজেলার প্রথম সচিব শেখ মোতাহার হোসেন সাহেবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কালিগঞ্জের বক্তাপুর ইউনিয়নে ৪৫টি কেন্দ্রের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের সূচনা করে ঢাকা আহছানিয়া মিশন। শিক্ষা কেন্দ্রগুলো সুনামের সাথে বিভিন্ন গ্রামে পরিচালিত হতে থাকে। কেন্দ্রসমূহের শিক্ষার্থীরা হত দরিদ্র হওয়ায় তাদের জন্য আয়বর্ধক কোন ঋণ প্রকল্প চালু করা যায় কিনা সেব্যাপারে আমাকে অনুরোধ করে। এই প্রেক্ষাপটে এক দিনের ঘটনা আজও আমার স্মৃতির মণি কোঠায় জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। আমাদের অঞ্চলে বক্তারপুর দূর্বাটি অঞ্চলের দাদন ব্যবসায়ীরা ঋণের ব্যবসা করতেন। জননেতা পটলদা ও আমি ব্রাহ্মণগাঁও এলাকায় খবর পেলাম যে, ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় একজন দাদন ব্যবসায়ীর লোকেরা ঋণ গ্রহীতার ঘরের টিন খুলে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা সেখানে গিয়ে তিন দিন সময় দিয়ে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করব মর্মে প্রতিশ্রুতি দিলে তারা চলে যায়। সেই থেকে বিষয়টি নিয়ে আমার সরাসরি বস মোহাম্মদ সোলায়মান খান ও প্রকল্প পরিচালক মোঃ নূরুল ইসলাম স্যারের কাছে আলোচনা করি। মোহাম্মদ সোলায়মান খান স্যার ছিলেন 'ক্রিড' নামক একটি এনজিও-এর নির্বাহী প্রধান। আমরা তাকে আশ্বস্ত করলাম যে, "এখানে ঋণ কার্যক্রম শুরু করলে কোন টাকা তছরূপ বা আত্মসাৎ হবেনা, আমরা যেভাবে পারি ক্রিড-কে ঋণের টাকা ফিরিয়ে দেব"। ইতিপূর্বে ক্রিড কখনো ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা না করায় নির্বাহী প্রধান সাহেব স্বাভাবিকভাবে কিছুটা সন্দিহান হয়ে ইতঃস্তত বোধ করছিলেন। যাহোক, পরে অবশ্য আমাদের দৃঢ় আশ্বাসে জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম স্যার আমাদের পক্ষে জনাব মোহাম্মদ সোলায়মান খান স্যারকে উদ্বুদ্ধ করলেন। এভাবে আমাদের এলাকায় ক্রিডের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নির্বাহী প্রধান স্যার কাল বিলম্ব না করে তাৎক্ষণিকভাবে সংস্থার প্রতিনিধি মীর বদরুল হককে আমার নিকট প্রেরণ করেন। এরপর আমার সহযোগিতা ও পরামর্শ নিয়ে জনাব মীর বদরুল হক ১৭-২২ ডিসেম্বর ১৯৯৪ইং তারিখে অবস্থান করে অতি অল্প সময়ে ২২জন মহিলা সদস্য নিয়ে ১৭টি উন্নয়ন সমিতি গঠন করেন। বস্তুতঃ এখান থেকেই শুরু হয় ক্রিড-এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম। একইসাথে ক্রিড- এর পক্ষে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন ও প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমার পছন্দ করা স্থানীয় শিক্ষিত বেকার ছেলে মোঃ সেলিম মিয়াকে ১-১-১৯৯৫ইং তারিখে নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রথম অবস্থায় এলাকা জরিপ ও পরীক্ষামূলক সমিতি গঠনের প্রাথমিক কাজ আমার বাড়ীতে বসেই শুরু করা হয়। এরপর মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কোষাঘাড়া গ্রামে গঠিত প্রথম মহিলা সমিতি 'যমুনা'-র প্রত্যেককে ১,০০০/- করে মোট ২২জনকে ২২,০০০/-(বাইশ হাজার)টাকা ঋণ দিয়ে ঋণ বিতরণের শুভ সূচনা করা হয়। আর এই শুভ সূচনাটি হয়েছিল ক্রিড-এর আরও একজন শুভাকাঙ্খী মি. সালাম-এর বাড়ীর কাঁঠাল তলায় বসে। কার্যক্রম শুরু লগ্নে আমার প্রতিবেশী অনেকেই ঋণ প্রাপ্তি সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্থ ছিল, এমনকি অনেকেই বিশ্বাস করছিলনা যে, কথা ও কাজের এমন সমন্বয় ঘটবে। কারণ ইতোপূর্বে অনেক নাম-সর্বস্ব প্রতিষ্ঠান ঋণদান করবে বলে কাগজপত্র নিয়ে কয়েক মাস ঘুরিয়ে ঋণ দান করেননি বলে মানুষ প্রতারিত হয়েছে। এমনি অবস্থায় আমাদের এই ঋণ বিতরন মানুষের মধ্যে নতুন বিশ্বাস ও আশার আলো সঞ্চালন করেছিল। বস্তুতঃ ঋণ বিতরণের ঐ মুহূর্তটি ছিল 'কথা ও কাজের মেলবন্ধন', যা ছিল সদস্যদের মধ্যে বিরল।

টাকা হাতে তুলে দিয়ে উপস্থিত সদস্যদের আমি বলেছিলাম, "আপনাদের হাতে সোনার ডিম পাড়া হাঁস তুলে দিলাম, হাসঁটিকে আদর-যত্ন করে রাখবেন, হাঁসটিকে মেরে ফেলবেন না"। আজ স্মৃতিপটে কত স্মৃতি ভেসে ওঠে। সেদিনের সেই ক্রিড হাঁটিহাঁটি পা-পা করে আজকে এটি প্রায় জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানরূপে উপনীত হয়েছে। আজ যখন ক্রিডের কর্মীরা বিভিন্ন যানবাহনে চড়ে চোখের সামনে দিয়ে চলে যায়-তখন আনন্দে বুক ভরে ওঠে। নতুন কর্মীরা জানেও না যে, এই ক্রিডের গোড়া পত্তনের ক্ষেত্রে আমারও কিছু অবদান ছিল। আমাদের দেশের সেইসব হত দরিদ্র মানুষগুলোর ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে-তারা মহাজনী সুদের দৌরাত্ম থেকে মুক্তি পেয়েছে, তারা স্বাবলম্বী হয়েছে-এটিই আমাদের স্বার্থকতা। একদিন আমার প্রতিবেশী হত-দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে ক্রিড-কে এই বক্তারপুর এলাকায় আমন্ত্রন জানিয়ে নিয়ে আসা, সেই ক্রিড আজ বঙ্গোপসাগরের বুকে সেন্টমার্টিন দ্বীপ থেকে শুরু করে আজ সাতটি জেলায় ১৮টি কার্যালয়ে বিস্তৃত। আজ আমার জীবন সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে মনে হয় আমার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে।

ক্রিড-কে আমাদের এলাকায় প্রতিষ্ঠিত করতে আমার সাথে যারা প্রানপণে সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন সেলিম, সালাম, হাবিবুর, পটলদা, কবির, মূছাতামান, আমিরুদ্দি, রুনা, ফারুক, মঞ্জুর, ডাঃ আফরুজ মিয়া, ডাঃ নূরুল আমিন, মানিক, সামসুদ্দিন শেক, আঃ কাদির সহ অনেক সহযোদ্ধা। তাঁদের প্রতি রইলো স্যালুট। আজ একঝাঁক তরুন কর্মী ক্রিডের অগ্রযাত্রকে উত্তরোত্তর সাফল্যের সোনালী সোপানে অগ্রসর করে নিয়ে যাচ্ছেন তাদের প্রতিও রইলো অফুরান শুভ কামনা।

গতানুগতিক ধারায় নান্দি পাঠ করে ক্রিড-কে ছোট করবোনা। ক্রিড সমহিমায় সমুজ্জল থেকে ধ্রব তারার মত উজ্জল হয়ে থাক- নিরন্তর এই শুভ কামনা রইলো। আমার মত একজন অভাজনের ডাকে সাড়া দিয়ে ক্রিড-এর নির্বাহী প্রধান স্যার ও কোষাধ্যক্ষ মরহুম নরুল ইসলাম স্যার আমাদের এলাকায় ক্রিডের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করায় আমরা চির কৃতজ্ঞ থাকব।

সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মীদের আলোক চিত্র

প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মীদের আলোক চিত্র			
মোঃ সারওয়ার মোর্শেদ খান জোনাল ম্যানেজার মির্জাপুর, টাঙ্গাইল	**মোঃ আহসান উল্লাহ** **এ্যাডমিন অফিসার** সোনাডাঙ্গা, খুলনা	**মোঃ রিপন মিয়া** মনিটরিং অফিসার মোহাম্মদপুর, মাগুরা	**মোহাম্মদ সৈয়দ মিয়া** একাউন্টস ম্যানেজার নামাপাড়া, কিশোরগঞ্জ
মোঃ শামসুল আলম প্রোগ্রাম আফিসার মির্জাপুর, টাঙ্গাইল	**ফৌজিয়া আক্তার** একাউন্টস এন্ড অডিট অফিসার নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা	**তানজিনুর নাসরিন** রিসার্স অফিসার দৌলতপুর, কুষ্টিয়া	**শিফা জেরিন** কর্মকর্তা (খন্ডকালীন) হাজারীবাগ, ঢাকা
সাফাত তাহসিন কর্মকর্তা (খন্ডকালীন) হাজারীবাগ, ঢাকা	**মোঃ রুহুল আমীন** ড্রাইভার বোয়লমারী, ফরিদপুর	**মোসাঃ লিলিমা খাতুন** আপ্যায়ন সহকারী ফুলপুর, ময়মনসিংহ	

এরিয়া ম্যানেজারদের আলোক চিত্র			
মোঃ ইব্রাহীম কার্দি এরিয়া ম্যানেজার, মির্জাপুর নাগরপুর, টাঙ্গাইল	**মোঃ মাইন উদ্দীন** এরিয়া ম্যানেজার, ফুলদী মনোহরদী, নরসিংদী	**মোঃ জয়নাল আবেদীন** এরিয়া ম্যানেজার, গাজীপুর নাগরপুর, টাঙ্গাইল	**মোঃ নজরুল ইসলাম** এরিয়া ম্যানেজার, কালিগঞ্জ ভালুকা, ময়মনসিংহ
ফুলদী এরিয়ায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মীদের আলোক চিত্র			
ফুলদী শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মীদের আলোক চিত্র			
মোঃ মোজাম্মেল হক সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক মির্জাপুর, টাঙ্গাইল	**মোঃ সোহেল রানা** ক্রেডিট অফিসার নাগরপুর, টাঙ্গাইল	**মোঃ আকবর হোসেন** ক্রেডিট অফিসার বোরহানউদ্দীন, ভোলা	**আব্দুর রহিম** ক্রেডিট অফিসার দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর
মোঃ শরিফুল ইসলাম ক্রেডিট অফিসার নাগরপুর, টাঙ্গাইল	**মোঃ আশরাফুল ইসলাম** ক্রেডিট অফিসার করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ		

রাথুরা শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মীদের আলোক চিত্র			
মোঃ অহিদুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক নাগরপুর, টাঙ্গাইল	**মোঃ জয়নাল মিয়া** ক্রেডিট অফিসার নাগরপুর, টাঙ্গাইল	**মোঃ আলমগীর হোসেন** ক্রেডিট অফিসার হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ	**শচীন কুমার হালদার** ক্রেডিট অফিসার মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ
রাণীগঞ্জ শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মীদের আলোক চিত্র			
মোঃ এস এম সৌরভ ভারপ্রাপ্ত সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক নাগরপুর, টাঙ্গাইল	**মোঃ উজ্জল মিয়া** ক্রেডিট অফিসার নাগরপুর, টাঙ্গাইল	**মোঃ সবুজ মিয়া** ক্রেডিট অফিসার নাগরপুর, টাঙ্গাইল	
জামালপুর শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মীদের আলোক চিত্র			
মোঃ আবু তাহের সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক বুড়িচং, কুমিল্লা	**মোঃ সাত্তার মিয়া** ক্রেডিট অফিসার খালিশপুর, খুলনা	**আহমেদ আলী** ক্রেডিট অফিসার চাটমোহর, পাবনা	**রাজিব শিকদার** ক্রেডিট অফিসার নাগরপুর, টাঙ্গাইল।

কালিগঞ্জ এরিয়ায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মীদের আলোক চিত্র			
কালিগঞ্জ শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মীদের আলোক চিত্র			
সুনীল কুমার সরকার শাখা ব্যবস্থাপক মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ	**সুমাইয়া আহমেদ আশা** সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক নেত্রকোনা সদর, নেত্রকোনা	**মোঃ কামরুল হাসান** ক্রেডিট অফিসার গফরগাঁও, ময়মনসিংহ	**মোঃ জামাল উদ্দীন** ক্রেডিট অফিসার বাউফল, পটুয়াখালী
মোঃ শামীম রেজা ক্রেডিট অফিসার **দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ**	**আমিরন বেগম** আপ্যায়ন সহকারী কালিগঞ্জ, গাজীপুর		
ভোলাবো শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মীদের আলোক চিত্র			
মোঃ আশরাফ আলী প্রধান শাখা ব্যবস্থাপক সাঘাটা, গাইবান্ধা	**নাছিমা আক্তার** সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক রায়পুরা, নরসিংদী	**মোঃ কামরুজ্জামান** সিনিয়র ক্রেডিট অফিসার ভৈরব, কিশোরগঞ্জ	**মোঃ বাবর আলী** ক্রেডিট অফিসার মাগুরা সদর, মাগুরা

দাউদপুর শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মীদের আলোক চিত্র			
মোঃ ময়নাল হোসেন সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক আমতা, ধামরাই, ঢাকা	**মোঃ জাহাঙ্গীর আলম** ক্রেডিট অফিসার নাগরপুর, টাঙ্গাইল	**মোঃ রুবেল মিয়া** ক্রেডিট অফিসার দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ	**মোঃ সোলেমান মোল্লা** ক্রেডিট অফিসার মাগুরা সদর, মাগুরা
পূর্বাচল শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মীদের আলোক চিত্র			
মোঃ তছলিম উদ্দীন ভারপ্রাপ্ত সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক কাউনিয়া, রংপুর	**মোঃ শহিদুল ইসলাম** ক্রেডিট অফিসার নাগরপুর, টাঙ্গাইল	**সৈয়দ ফাল্গুনী রহমান** ক্রেডিট অফিসার কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা	
গাজীপুর এরিয়ায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মীদের আলোক চিত্র			
পূবাইল শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মীদের আলোক চিত্র			
মোঃ শাহাদাত হোসেন দ্বিতীয় স্বাক্ষরকারী সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ	**মোঃ শফিকুল ইসলাম** ক্রেডিট অফিসার নাগরপুর,টাঙ্গাইল	**মোঃ রাজিব হোসেন** ক্রেডিট অফিসার মাগুরা সদর, মাগুরা	**নাজমা বেগম** আপ্যয়ন সহকারী পূবাইল, গাজীপুর

নুরুন শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মীদের আলোক চিত্র			
মোঃ শওকত মৃধা ভারপ্রাপ্ত সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক মির্জাপুর, টাঙ্গাইল	**মোঃ রেদওয়ান হোসেন** দ্বিতীয় স্বাক্ষরকারী মোহাম্মদপুর, মাগুরা	**মোঃ শামীম মিয়া** ক্রেডিট অফিসার নাগরপুর,টাঙ্গাইল	
বোর্ডবাজার শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মীদের আলোক চিত্র			
মোঃ জহিরুল ইসলাম সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক মির্জাপুর, টাঙ্গাইল	**মোঃ জনি মিয়া** ক্রেডিট অফিসার নাগরপুর, টাঙ্গাইল	**মোঃ হালিম মিয়া** ক্রেডিট অফিসার বানেশ্বরদী, শেরপুর	**মোঃ শহিদুল ইসলাম** ক্রেডিট অফিসার নাগরপুর, টাঙ্গাইল
সৈয়দ আশিকুজ্জামান ক্রেডিট অফিসার দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল	**নুরুন্নাহার** আপ্যায়ন সহকারী ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ		

উলূখোলা শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মীদের আলোক চিত্র			
মোঃ আব্দুর রহমান ভারপ্রাপ্ত সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক কয়রা, খুলনা	**মোঃ রবিউল হাসান** ক্রেডিট অফিসার বরগুনা সদর, বরগুনা	**মোঃ সিরাজুল ইসলাম** ক্রেডিট অফিসার দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ	**মোঃ আব্দুস শহীদ** ক্রেডিট অফিসার চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ
মির্জাপুর এরিয়ার কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মীদের আলোক চিত্র			
নতুন কহেলা শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মীদের আলোক চিত্র			
মোঃ শাহাজাদা সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ	**মোঃ শরিফুল ইসলাম** ক্রেডিট অফিসার চৌগাছা, হাকিমপুর, যশোর	**মোঃ সাজু আহমেদ** ক্রেডিট অফিসার দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর	**মোঃ আমিনুর রহমান** ক্রেডিট অফিসার নাগরপুর, টাঙ্গাইল
মোঃ আক্কাস আলী খান কেয়ার টেকার মির্জাপুর, টাঙ্গাইল	**সোমেলা খাতুন** আপ্যায়ন সহকারী মির্জাপুর, টাঙ্গাইল		

জেবিকে (কুশুরা) শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মীদের আলোক চিত্র			
মোঃ সেলিম মিয়া শাখা ব্যবস্থাপক কালিগঞ্জ, গাজীপুর	**নির্মল চন্দ্র দত্ত** ক্রেডিট অফিসার হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ	**মোঃ নজরুল ইসলাম** ক্রেডিট অফিসার বাউফল, পটুয়াখালী	
শিমুলিয়া শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মীদের আলোক চিত্র			
মোঃ রাকিবুল হাসান সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক শিবালয়, মানিকগঞ্জ	**মোঃ কামাল হোসেন মৃধা** অফিসার (২য় স্বাক্ষরকারী) মনোহরদী, নরসিংদী	**গোলাম রব্বানী** ক্রেডিট অফিসার মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ	**ফরিদা বেগম** আপ্যায়ন সহকারী সাভার, ঢাকা
বেটুয়াজানী শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মীদের আলোক চিত্র			ক্রিড প্রথমিক বিদ্যালয়-এ কর্মরত শিক্ষকের আলোক চিত্র
মোঃ রাসেল মিয়া সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক নাগরপুর, টাঙ্গাইল	**মোঃ মিলন মিয়া** ক্রেডিট অফিসার নাগরপুর,টাঙ্গাইল	**মোঃ হাবিবুর রহমান** ক্রেডিট অফিসার নাগরপুর, টাঙ্গাইল	**নয়ন চন্দ্র বর্মন** ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ক্রিড প্রাথমিক বিদ্যালয়, টেকনাফ, কক্সবাজার

স্মৃতির পাতা থেকে স্বরণীয়

শ্রদ্ধেয় সৈয়দ মহিবুল হাসান

ক্রিড-এর কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভাপতি সৈয়দ মহিবুল হাসান আজ আর আমাদের মাঝে নেই। নিয়তির শ্বাশত আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিগত ১৯৯৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি এই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন। মরহুম সৈয়দ মহিবুল হাসান শুধুমাত্র ক্রিড-এর গতানুগতিক সভাপতি ছিলেন না, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবক ও সুপরামর্শক। তিনি সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের শুরু লগ্নেই একদিকে প্রসারিত করেন নগদ আর্থিক সহায়তা, অন্যদিকে ক্রিডের অফিস ঘরের জন্য ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় দান করেন নিজস্ব ভবনের একটি কক্ষ, যা ছিল ক্রিড-এর আনুষ্ঠানিক প্রথম অফিস। ১৯৯৩ সালে তাঁর নেতৃত্বেই সর্ব প্রথম শুরু হয় ক্রিড-এর নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রম। একইসাথে তাঁর সক্রিয় সহায়তায় ১৯৯৫ সালে হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলায় শুরু হয় কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী। মূলত তিনি 'ক্রিড'-এর সভাপতি হওয়ার পর থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর সহজ-সরল, সত্যনিষ্ঠ ও তেজদীপ্ত বুদ্ধিমত্তা দিয়ে 'ক্রিড'-এর সার্বিক অবস্থাকে প্রাঞ্জল ও বিকাশমূখী করে রেখেছিলেন। এ কারণে সৈয়দ মহিবুল হাসান ক্রিড-এর চলার পথে আজীবন প্রেরণায় উৎস হয়ে থাকবেন।

সৈয়দ মহিবুল হাসান ১৯২৫ সালে হবিগঞ্জ জেলাধীন চুনারুঘাট থানার নরপতি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ জায়দুল হাসান। জন্মসূত্রে তিনি হযরত শাহজালালের সহযাত্রী সিপাহ সালার হযরত সৈয়দ নাসির উদ্দিন-এর প্রত্যক্ষ বংশধর।

ছাত্র জীবনে তিনি মেধাবী ছিলেন। তাঁর শৈশব, বাল্য জীবন এবং শিক্ষা জীবন গ্রাম থেকে শুরু করে তৎকালীন মহাকুমা শহর হবিগঞ্জে সমাপ্ত হয়। ১৯৪৪ সালে তিনি হবিগঞ্জ কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করার পর আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য কোলকাতার রিপন কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু কোলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং সিলেটে গণভোটের জন্য তিনি লেখাপড়া ছেড়ে সিলেটে প্রত্যাবর্তন করেন। অপর দেশ বিভাগের পর ১৯৫৫ সালে আইন শাস্ত্রে ডিগ্রী নিয়ে হবিগঞ্জ কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তিনি এ ব্যবসায় নিয়োজিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি হবিগঞ্জ পৌরসভা এবং হবিগঞ্জ কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য এবং হবিগঞ্জ মহাকুমা সমবায় সমিতির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন।

শৈশব থেকেই সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর সদাচারণ তাঁকে নিজ গ্রামে এবং মহকুমা সদরে জনপ্রিয় করে তোলে। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি গঠনমূলক ছাত্র রাজনীতি ও জাতীয় রাজনীতির সাথে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

পূর্ব-পাকিস্তান সংসদে তিনি ফাইন্যান্স স্ট্যাডিং কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন এবং অনেক সাব-কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান ওয়াপদা এবং পূর্ত বিভাগের মূল্যায়ন কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। স্বার্থান্বেষী মহলের চাপকে উপেক্ষা করে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার ও জনগণের নিকট তথ্য নির্ভর প্রতিবেদন পেশ করে বিশেষভাবে নন্দিত হন। তাঁর হস্তক্ষেপেরই বিতর্কমূলক 'রিভিউ রিকভারী বিল' বাছাই কমিটিতে পাঠানো হয়।

১৯৭৮ সাল সৈয়দ মহিবুল হাসানের রাজনৈতিক জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এই বছর তিনি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের নির্বাচনে বাহুবল, চুনারুঘাট ও মাধবপুর নিয়ে গঠিত নির্বাচনী আসনে জয় লাভ করেন। তাঁর এই জনপ্রিয়তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাঁকে সরকারের সমাজ কল্যাণ ও জনশক্তি মন্ত্রনালয়ের প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদত বরণ কাল পর্যন্ত তিনি দক্ষতা ও সততার সাথে একাধিক মন্ত্রানালয়ের দায়িত্ব পালন করেন।

"আমরা ভাবি দেশে যত ছেলে পাশ করছে তত শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে। পাশ করা আর শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয়, এ সত্য স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত হই ।।"-প্রমথ চৌধুরী।

স্মৃতির পাতায় অম্লান
মরহুম নুরুল ইসলাম

ক্রিড-এর জন্মলগ্নে যে কয়জন ব্যক্তির সক্রিয় অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্বরণীয় তাদের মধ্যে সাবেক কোষাধক্ষ্য মরহুম নুরুল ইসলাম অন্যতম। কর্মজীবনে তিনি সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রথমে থানা শিক্ষা অফিসার, এরপর প্রাথমিক শিক্ষক ট্রেইনিং ইন্সটিটিউট-এর সুপারেন্টেন্ট এবং সবশেষে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগে উপপরিচালক পদে উন্নীত হয়ে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণ করার কিছুদিনের মধ্যে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ সোলায়মান খানের সাথে পরিচয় হয়। এক পর্যায়ে ক্রিড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে তাঁর সাথে মতবিনিময় করা হলে উনি সাদরে ক্রিড প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। এরপর তিনি এককালীন সংস্থার অফিস সামগ্রী ক্রয় করার নিমিত্তে নগদ অর্থ অনুদান হিসেবে দান করা সহ নিজে সক্রিয়ভাবে অফিসের আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক জীবন যাপন করার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রেও অন্যদেরকে সৎ ও দায়িত্বশীল থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। তাঁর এই উদ্বুদ্ধকরণ শিক্ষা ক্রিড এর প্রাথমিক অগ্রযাগ্রায় বেশ প্রানবন্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল-যা আজও আমাদের মানসপটে প্রবাহমান। তিনি প্রথমে নিজের অর্থে পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন। এরপর দ্বিতীয়বার তাঁর মেয়ের পক্ষে(লন্ডন প্রবাসী) হজ্জব্রত পালন উপলক্ষ্যে ক্রিড-এর ঢাকাস্থ শুক্রাবাদ অফিসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মীদের সাথে আনন্দঘন পরিবেশে মতবিনিময় ও দোয়া কামনা করে বিদায় নেন। কিন্তু নিয়তির চক্রে এই বিদায় যে তাঁর শেষ বিদায় হবে- তা কেউ জানত না। উনিও প্রত্যাশা করেছিলেন হজ্জব্রত পালন শেষে আবার তিনি ক্রিড-এর কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করবেন। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার ডাকে তিনি আর ফিরে আসেননি। হজ্জব্রত পালন শেষে তিনি দেশে ফেরার জন্য যে মুহূর্তে প্লেনে উঠার অপেক্ষা করছিলেন-ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি হঠাৎ অচেতন হয়ে না ফেরার দেশে চলে যান। আর এর মাধ্যমে আমাদের জানা মতে একজন মহান ব্যক্তির বিদায় হ'ল। সংগত কারণে পারিবারিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মরহুম নুরুল ইসলাম সাহেবের মরদেহ দেশে না এনে পবিত্র ভূমি জান্নাতুল মাওয়া কবরস্থানে দাফন করা হয়। আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই কিন্তু রয়ে গেছে উনার আদর্শ ও ন্যায় নিষ্ঠার দিকনির্দেশনা।

তোমার অবদানে তুমি স্মৃতিতে অম্লান
মোহাম্মদ রফিক

মরহুম মোহাম্মদ রফিক, পেশায় একজন আন্তর্জাতিক মানের পাট ব্যবসায়ী ও দিনাজপুরে অবস্থিত সাবেক কাদেরীয়া এ্যান্ড রেজা জুট মিলের স্বত্তাধীকারী ছিলেন। উনার জন্মস্থান দিনাজপুরের বিরলে। সংস্থার নির্বাহী প্রধান জনাব মোহাম্মদ সোলায়মান খান ইউনিসেফের প্রশিক্ষণ প্রকল্পে কর্মরত অবস্থায় জনাব মোহাম্মদ রফিকের ধানমন্ডি ৩৩ নং রোডে অবস্থিত বাসায় ভাড়া থাকতেন। সেখান থেকে পরিচয় এবং অতঃপর ক্রিডের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। সংস্থার দাপ্তরিক কার্যক্রম প্রথম শুরু হয়েছিল ধানমন্ডি ৩২নং রোডে অবস্থিত সংস্থার প্রথম সভাপতি মরহুম সৈয়দ মহিবুল হাসান সাহেবের বাসায়। এরপর জনাব মোহাম্মদ রফিক ও তাঁর সহধর্মিনী স্বেচ্ছায় আগ্রহী হয়ে তাঁদের নিজস্ব বাসার চতূর্থ তলায় বড় একটি রুম বিনা ভাড়ায় ক্রিডের অফিস হিসেবে ব্যবহার করার জন্য দান করেছিলেন। উনারা এই অফিস স্পেস দান করা ছাড়াও ক্রিড-এর স্টাফদেরকে বিনামূল্যে আপ্যায়ন করে আনন্দিত হতেন।

শ্রদ্ধেয় মোহাম্মদ রফিক সাহেব আজ আর আমাদের মাঝে নেই। তিনি অনেক আগেই না ফেরার দেশে চলে গেছেন, কিন্তু ক্রিড-এর অগ্রযাত্রায় তাঁর এবং তাঁর পরিবারের নিঃস্বার্থ অবদান চির অম্লান হয়ে থাকবে।

"যারা কাপুরুষ তারাই ভাগ্যের দিকে চেয়ে থাকে, পুরুষ চায় নিজের শক্তির দিকে। তোমার বাহু, তোমার মাথা তোমাকে টেনে তুলবে, তোমার কপাল নয়।।"-ডা ঃ লুৎফর রহমান।

স্মৃতির পাতায় নিবেদিত প্রাণ
মীর বদরুল হক

কর্মযোগ্যতা, সততা ও আন্তরিকতা প্রদর্শনে যার স্মৃতি আজও অম্লান- তিনি হচ্ছেন মীর বদরুল হক । সংস্থার নির্বাহী প্রধান যখন হাঁটি হাঁটি পা-পা করে সংস্থাটি সংগঠিত করার চেষ্টা করছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে ০১-০৫-১৯৯৩ইং সালে মীর বদরুল হক নির্বাহী প্রধানের পাশে এসে দাঁড়ান। প্রথমে উনি কত বেতন পাবেন , কি সূযোগ সুবিধা পাবেন- এধরনের কোন চাহিদা তাঁর ছিল না। তাঁর বিশ্বাস ছিল সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে অবশ্যই তিনি তাঁর চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সূযোগ সুবিধা পাবেন। এই বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি ০১-০৫-১৯৯৩ সাল থেকে ০১-০৮-১৯৯৩ সাল পর্যন্ত ০৩ মাস বিনা বেতনে কাজ করেন। এরপর সংস্থার গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলে মীর বদরুল হক সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার বাঘা ইউনিয়নে সংস্থার প্রথম সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন শুরু করেন। বস্তুতঃ তাঁর নেতৃত্বে সংস্থা প্রথম প্রকল্প ভিত্তিক গণশিক্ষার কাজ শুরু করা হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে সংস্থার কার্যক্রম সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে তাঁর দায়িত্বও বৃদ্ধি পায়। পর্যায়ক্রমে তিনি সিলেটের গোলাপগঞ্জ, এরপর মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ , কূলাউড়া ও রাজনগর এবং অতঃপর হবিগঞ্জের বাহুবল, লাখাই ও বালিয়াচঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। সংস্থার মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন উপলক্ষ্যে চট্টগ্রাম শহরের কৈবল্যধাম কার্যালয়ে এলাকা সমন্বয়কারী হিসেবে প্রায় ০২ বছর দায়িত্ব পালন করেন। এক পর্যায়ে তিনি সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে কারিগরি (টাইপিং) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। এরপর সংস্থার কিশোর-কিশোরীদের জন্য মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য খুলনা শহরে ৩০ নং ওয়ার্ডে দায়িত্ব পালন করেন। ইত্যঃবসরে সংস্থার শিক্ষা প্রকল্পের মেয়াদ প্রায় শেষ প্রান্তে উপনীত, ভবিষ্যতে সংস্থার কার্যক্রম টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এপর্যায়ে গাজীপুর জেলাধীন কালীগঞ্জ উপজেলার বক্তারপুর ইউনিয়নে এই ক্ষুদ্রঋণ চালুর লক্ষ্যে জনাব মীর বদরুল হককে সাময়িক দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি প্রধান নির্বাহীর নির্দেশনা মোতাবেক ১৭-২২ ডিসেম্বর ১৯৯৪ইং তারিখে ফুলদী এলাকায় সংস্থার শুভাকাঙ্খী প্রফেসর মামুনের বাসায় অবস্থান করে তাঁর সহযোগিতা নিয়ে অতি অল্প সময়ে ২২জন মহিলা সদস্য নিয়ে ১৭টি উন্নয়ন সমিতি গঠন করেন। বস্তুতঃ এখান থেকেই শুরু হয় ক্রিড-এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম। এরপর খুলনা এলাকায় শিক্ষা কেন্দ্রের মেয়াদ শেষ হলে জনাব মীর বদরুল হককে টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার ০৭ নং উয়ার্শী ইউনিয়নে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যে বদলি করা হয়। এখানে তিনি প্রায় তিন বছর দায়িত্ব পালন করার পর এক পর্যায়ে তিনি অসুস্থ্য হয়ে পড়েন। সংস্থার পক্ষ থেকে আধুনিক চিকিৎসা সেবা দেওয়ার ফলে শারীরিকভাবে কিছু উন্নতি হলেও মাঠ পর্যায়ে কাজ করার সামর্থ আর ফিরে পাননি। এমনি অবস্থায় তিনি এক পর্যায়ে এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে না ফেরার দেশে চলে যান।

মরহুম মীর বদরুল হক আজ আর আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু রয়েছে তাঁর দায়িত্ব পালন, একাগ্রতা ও নিষ্ঠার ইতিহাস। তাই সংস্থার শুরু থেকে এই মানুষটির অবদান চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে অমর হয়ে থাকবে। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

"কাল আমার পরীক্ষা। কিন্তু এটা আমার কাছে বিশেষ কোন ব্যপারই না, কারণ শুধুমাত্র পরীক্ষার খাতার কয়েকটা পাতাই আমার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারেনা।।"-টমাস আলভা এডিসন।

"সে ব্যক্তি মুমিন নয় যে নিজে তৃপ্তি সহকারে আহার করে, অথচ তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে।।"-আল হাদিস।

ক্রিড- এর অগ্রযাত্রায় বিভিন্ন সময়ে সম্পৃক্ত কয়েকজন সুধীজনের আলোকচিত্র

সৈয়দ লিয়াকত হাসান বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও সাবেক চেয়ারম্যান, চুনারুঘাট ইউনিয়ন পরিষদ, হবিগঞ্জ	**মোঃ জিয়াউদ্দীন** **সাবেক কোষাধক্ষ্য, ক্রিড**	মৌলভী আব্দুর রহমান সেন্টমার্টিন দ্বীপে ক্রিড স্কুলের জন্য জমিদাতা ও ক্রিড স্কুলের সাবেক সভপতি
মৌলভী ফিরোজ আহমেদ সাবেক চেয়ারম্যান, সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদ	**নুরুল আমীন মজুমদার** **সাবেক উপদেষ্টা, ক্রিড**	মাস্টার সামসুল আলম সাবেক চেয়ারম্যান, সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদ
জনাব আলহাজ্ব নূর আহমদ বর্তমান চেয়ারম্যান সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদ	**আব্দুল হক** **সাবেক ইউপি মেম্বার** **সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদ**	আব্দুর রহিম জিহাদী বিশিষ্ট পর্যটন হোটেল ব্যবসায়ী ও ক্রিড-এর শুভাকাঙ্খী, সেন্টমার্টিন, টেকনাফ, কক্সবাজার

সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রাককালে বিশেষ মুহূর্তে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির ভূমিকা শীর্ষক আলোকচিত্রসমূহ

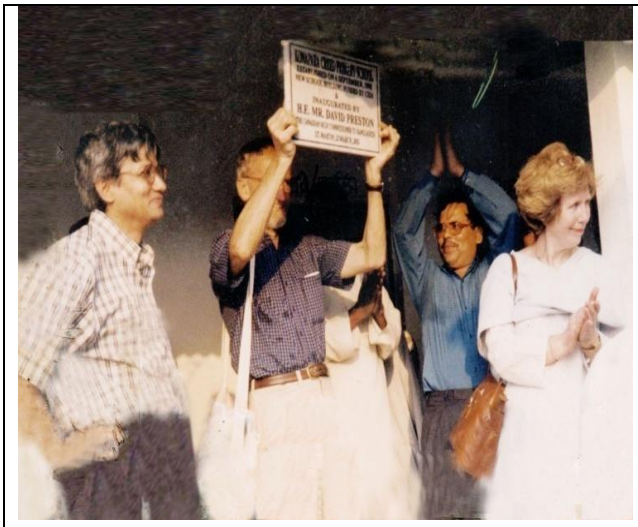

সেন্টমার্টিন দ্বীপে ক্রিড স্কুল উদ্বোধন কালে প্রধান অতিথি কানাডা ফান্ডের ডেবিট প্রেসটন উদ্বোধন ফলক প্রদর্শন করছেন। বাম পাশে মিসেস প্রেসটন ও ডান পাশে কানাডা ফান্ডের কর্মকর্তা ডঃ তৌহিদ

ক্রিড খুলনা অফিসে উপানুষ্ঠানুনিক শিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষক-শিক্ষিকার মাসিক সমন্বয় সভায় সংস্থার নির্বাহী প্রধানের পাশে উপবিষ্ট এলাকা সমন্বয়কারী মীর বদরুল হক।

ভিএসও-এর মাধ্যমে সংস্থায় কর্মরত বৃটিশ নাগরিক জন রেপারের সাথে সংস্থার নির্বাহী প্রধান।

মাইক্রোক্রেডিট বিষয়ক গ্রুপ মিটিং -এ সংস্থার নির্বাহী প্রধানের সাথে মিসেস রিন্ডা বোস্কার, সংস্থা উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, ডেনমার্ক।

পিকেএসএফ আয়োজিত বার্ষিক উন্নয়ন মেলায় স্টল পরিদর্শনে ব্র্যাক এর প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ, পিকেএসএফ-এর এমডি জনাব সালাউদ্দীন আহমেদ, আশার প্রতিষ্ঠাতা শফিকুর রহমান ও পিকেএসএফ-এর ডিএমডি এর সাথে সংস্থার নির্বাহী প্রধান।

অভিভাবক সভায় ভাসমান নৌকা স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দ।

ফেডারেশন অব এনজিও-স ইন বাংলাদেশ-এর সাথে ক্রিড-এর ত্রাণ বিতরণ। (ছবিতে সর্ব বামে সংস্থার নির্বাহী প্রধান)

সংস্থার ১৭ তম মধুমতি শাখার ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করছেন নির্বাহী প্রধান ও সভাপতি মহোদয়।

নির্বাহী প্রধান ও সাবেক পরিচালক সদস্যর পল্ট্রি খামার পরিদর্শন করছেন।

টাঙ্গাইল জেলাধীন মির্জাপুর উপজেলার সংস্থার নতুন কহেলা শাখার ভবন।

সিলেট জেলার গোপালগঞ্জ উপজেলায় বাস্তবায়িত উপানুষ্ঠানিক মৌলিক শিক্ষা কেন্দ্রের একটি দৃশ্য।

সংস্থার ঋণ নিয়ে ফুলদী শাখার সদস্যর অটো রিক্সা ক্রয়।

দীর্ঘদিন যাবৎ ক্রিড-এ কর্মরত বর্তমান ও সাবেক কয়েকজন কর্মকর্তার স্মৃতিচারণ

ধুঁ-ধুঁ বালুচরে প্রত্যাশার শিহরণ
ইব্রাহিম কার্দি
এরিয়া ম্যানেজার,
নতুন কহেলা মির্জাপুর, টাঙ্গাইল

আমি সবেমাত্র ১৯৯৪ সালে স্নাতক পাশ করার পর চাকুরী পাওয়ার আশায় যখন বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করছিলাম ঠিক সেই মুহূর্তে আমার পিতার পরিচয়সূত্রে ক্রিডের সাবেক প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব এ, কে, এম আজাদ স্যারের সাথে পরিচয় হয়। তাঁর নিকট থেকেই ক্রিড সর্ম্পকে অবগত হয়ে চাকুরীর জন্য আবেদন জানাই। এইমর্মে হঠাৎ একদিন আমাকে ক্রিডের প্রধান কার্যালয়ে স্বাক্ষাৎ করার জন্য ডাকা হলে আমি আনন্দে উচ্ছাসিত হয়ে ক্রিডের ঢাকাস্থ শুক্রাবাদে অবস্থিত প্রধান কার্যালয়ে সাক্ষাত করি। এভাবে ক্রিডের ফুলদী কার্যালয়ে কর্মী হিসেবে আমার পেশাগত জীবনের যাত্রা শুরু হয়। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, আমার এই অল্প সময়ের যোগাযোগে এত সহজে চাকুরী হবে তা ভাবতেও পারিনি। সাক্ষ্যাত পর্বে নির্বাহী সচীব স্যার আমাকে একটা কাগজ হাতে দিয়ে কয়েকটা অংক কষতে দেন। তখন আমি মনে করি যে, স্যার আমাকে ইন্টারভিউ নিচ্ছেন। ইন্টারভিউ নেওয়ার পর তিনি আমাকে বলেন গ্রামের ছেলে গ্রামে পাঠাইতেছি। আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার চাকুরীটা হ'ল। তিনি আমাকে বল্লেন, "তোমার কাছে সবসময় অনেক টাকা থাকবে, টাকার ভার সহ্য করতে পারবে তো? 'টাকা তোমাকে বলবে আমাকে নিয়ে পালাও"। তখন আমি বিনয়ের সাথে বল্লাম, "স্যার, টাকা নিয়ে সবাই পালায় না, আশাকরি আপনি আমার উপর আস্থা রাখতে পারেন। "। এরপর আমি ঐদিনই কর্ম এলাকার উদ্দেশ্যে রওনা হই।

রাত্রি নয়টায় পূবাইল লঞ্চ ঘাটে উপস্থিত হই। তখন কর্ম এলাকার সাথে সড়ক পথের যোগাযোগ খুব নাজুক হওয়ায় ঐ এলাকার মানুষ ইঞ্জিন নৌকায় যাতায়াত করত। আমিও তাই ইঞ্জিন নৌকা যোগে রাত্রি ১০ টায় আলাউদ্দিন টেকে নেমে আমজাদ হোসেন নামে একজন চায়ের দোকানদারের সাথে পরিচয় হয়। অতঃপর তিনি স্থানীয় ডাঃ নরুল ইসলামের বাড়ীতে ক্রিড অফিসে নিয়ে যান। এখানে আমার সহকর্মী মোঃ আবুল হেসেনের সাথে পরিচয় হয় । তিনি আমাকে বাজারে ক্রিড- এর সদস্য সুনীল ঘোষের দোকানে নিয়ে রুটি, মিষ্টি, দিয়ে নাস্তা করান। পরদিন ১/৮/১৯৯৬ ইং তারিখে ক্রিড-এর প্রথম শাখা কার্যালয় ফুলদীতে সকাল ৭:৩০ মিনিটে তৎকালীন ব্যবস্থাপক মিঃ সেলিমের নিকট যোগদান পত্র দাখিল করি।

তখন ফুলদী শাখায় আমি সহ আরও দুই জন সহকর্মী নিয়ে আমার কর্মজীবন শুরু করি। আমি ব্যবস্থাপক সেলিম ভাইয়ের সাথে ১ম দিন চারটি সমিতিতে কালেকশন করি। সমিতিগুলো হ'ল বেরুমা গ্রামে কালাম সাহেবের বাড়ীতে ১৬ নং পদ্মা সমিতি, ফজলুল হক মেম্বরের বাড়ীতে ৪৯ নং বিকল্প সমিতি, ২৩নং উজ্জল সমিতি এবং মানিকের বাড়ীতে জনতা সমিতিতে। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। চারটি সমিতি কালেকশন করে অফিসে আসি। কালেকশনের টাকা পয়সা মিঃ সেলিম ভাইয়ের কাছে বুঝিয়ে দিয়ে দুপুরের খাবার খাই। এরপর পর্যায়ক্রমে, আমি ২৩ টি সমিতি এবং সহকর্মী আবুল হেসেন ২৫ টি সমিতি সহ মোট ৪৮টি সমিতির কালেকশন করা হত।

যাহোক, আমার এই ২৪ বছরের কর্মজীবনে ক্রিড-এর ঋণ কার্যক্রমের শুরু ও অগ্রগতির পথ পরিক্রমায় স্মৃতিচারন করতে গিয়ে আজ অনেক কথাই মনে পড়ে, কিন্তু কলেবর সীমাবদ্ধতার কারণে সব স্মৃতি উল্লেখ করা যাচ্ছে না। পরিশেষে, শুধু বলতে চাই "অনেক প্রত্যাশার স্বপ্ন নিয়ে যে কর্ম জীবন শুরু হয়েছিল-তা আজ বাস্তবতার নিরিখে অবশ্যই সফলতার দ্বারপ্রান্তে- যেহেতু ভালোলাগা ও ভালবাসার সংমিশ্রণে অতিবাহিত জীবনের ২৪টি বছর"।

"সময় বেশি লাগলেও ধৈর্য সহকারে কাজ কর, তাহলেই প্রতিষ্ঠা পাবে।।"-ডব্লিউ এস ল্যান্ডের।

চা বাগানের শ্যামল প্রান্তর থেকে

মোঃ সারওয়ার মোর্শেদ খান
জোনাল ম্যানেজার

আমি মোঃ সারওয়ার মোর্শেদ খান, জোনাল ম্যানেজার, ক্রিড। দেখতে দেখতে আমার জীবনের প্রায় ২৪টি বছর কেটে গেল ক্রিড সংস্থার বিভিন্নমূখী প্রকল্প বাস্তবায়নে। ছাত্রজীবনে কখনো ভাবিনি আমি ক্রিড-এর মত একটি বেসরকারী উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করব। সমাজে প্রচলিত নিয়মে অন্যরা যেভাবে সরকারি চাকুরী অথবা ব্যাংকে চাকুরী করার কথা চিন্তা করে আমিও তাদের মত একজন। কিন্তু অদৃশ্য নিয়তি বা ভাগ্য বলে যে শক্তিটি মানুষকে নিয়ন্ত্রন করে-আমিও মনে হয় সেই শক্তির প্রভাবে ক্রিডের সাথে ০২/০৫/১৯৯৭ ইং তারিখে যুক্ত হয়েছিলাম। আমার এই যোগদানটা একদিকে যেমন অপ্রত্যাশিত অন্যদিকে আমার কর্মস্থলের জায়গাটিও ছিল খুবই আশ্চর্যের বিষয়। জায়গাটি হচ্ছে মৌলভীবাজার জেলাধীন কমলগঞ্জ উপজেলার পাত্রখোলা নামক পাহাড়ী গ্রাম। বর্তমানে এই এলাকাটি উঠতি বয়সী যুবক শ্রেণীর নিকট বেড়ানোর জন্য বেশ আকর্ষণীয়। শ্রীমঙ্গল থেকে পাত্রখোলা যাওয়ার পথে ছোট বড় অসংখ্য টিলা পাহাড়ের বিস্তৃতি, মাঝে-মধ্যে কিছুদূর সমতলভূমি ও বিস্তৃর্ণ চা বাগান। সেইসাথে পাহাড়ের গাঁয়ে সুউচ্চ গাছের সমারোহ। স্বাভাবিকভাবে এলাকাটি যেকোন প্রকৃতি প্রেমিকের নিকট আকর্ষণীয় । কিন্তু আমি যখন ঐ এলাকায় যোগদান করি তখন এলাকাটির রাস্তাঘাট খুবই ক্ষীণ ও সরু ছিল। সন্ধ্যার পরে হিংস্র পশু ও বিষাক্ত সাপের ভয়ে সাধারণত ঐ এলাকায় কেউ রাস্তায় চলাফেরা করত না। এদৃশ্যটি আমার জন্য ছিল আরও ভয়ের বিষয়-যেহেতু আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা খোলা সমতলভূমিতে। যাহোক আমার কর্মজীবনের প্রথম পর্যায়ে আমি যে দায়িত্বটি পেয়েছিলাম তা অবশ্যই মহৎ, যেহেতু এই কাজটি ছিল দরিদ্র পরিবারের নিরক্ষর ছেলেমেয়েদেরকে কেন্দ্রভিত্তিক সাক্ষরতা প্রদান করা। আমাদের সংস্থা ক্রিড সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহায়তায় ৪৫ টি শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করার দায়িত্ব পাওয়ার প্রেক্ষিতে আমি এসব শিক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে ১৫টি শিক্ষা কেন্দ্রের একজন সুপারভাইজার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছিলাম। প্রতিটি কেন্দ্রে একজন শিক্ষিকা ও ৩০ জন বয়স্ক পড়ুয়া। এদেরকে গাইড করা আমার দায়িত্ব ছিল। সংগত কারণে আমার ঐ অল্প বয়সে আমি এরূপ একটি মহৎ কাজের দায়িত্ব পেয়ে খুবই আনন্দিত ছিলাম। আর এই আনন্দের মাঝেই কেটে যায় আমার কর্মজীবনের প্রায় ৮ মাস । এরপর আমাকে সংস্থার সদ্য প্রণীত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে গাজীপুর জেলাধীন কালিগঞ্জ উপজেলার ফুলদী এলাকায় বদলী করা হয়। এপর্যায়ে কমলগঞ্জের সবুজ শ্যামল মায়াবী পাহাড়ী বনলতা পিছুটান দিলেও জন্মস্থান-জন্মভূমির কাছে ফিরে আসার টানে পিছনের ভাললাগাকে ফুলদী এলাকায় নিবদ্ধ করি। নতুন এই কর্মসুচিতে এবার আমার দায়িত্ব সমিতিভিত্তিক সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা । এককথায় আমি ছিলাম সাধারণ একজন কর্মী। সেই কর্মী থেকে ধাপে-ধাপে আজ আমি সংস্থার জোনাল ম্যানেজার পদে উন্নীত হয়ে নিজেকে খুব ধন্য মনে করছি। এখানে আবারও বলতে হয় যে, নিয়তি ও ভাগ্য নামক অদৃশ্য শক্তি মনে হয় আমাকে এতদিন এই সংস্থার সাথে ধরে রেখেছে, আর আমিও থাকতে থাকতে এই প্রতিষ্ঠানকে কখন যেন আমার সমস্ত চেতনায় ভালবাসার অনুভূতিতে সম্পৃক্ত করেছি তা আমি নিজেও জানিনা।

কর্ম জীবনের এই ২৪ বছরে অর্জিত অনেক অভিজ্ঞতার কথা আজ মনে পড়ছে, কিন্তু বার্ষিক প্রতিবেদনের কলেবর সীমাবদ্ধ রাখার প্রেক্ষিতে তা বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে নতুনদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, প্রতিষ্ঠানকে নিজের দেহের মত যত্ন করলে- প্রতিষ্ঠানও আপনার অগ্রগতিতে সাড়া দেবে, যা আমি এই ২৪ বছরে উপলব্ধি করেছি।

পরিশেষে আমার প্রত্যাশা এই যে, জীবনের বাকী সময়টুকু যতদিন কর্মক্ষম আছি ততদিন এই প্রতিষ্ঠানকে আরও বেশি সময় ও মেধা দিয়ে প্রতিষ্ঠানকে একটি অনাগত ভবিষ্যতের জন্য স্থায়ী করে যাব। এক্ষেত্রে আমার সকল সহকর্মীদের শুভেচ্ছা ও আন্তরিকতা একান্ত কাম্য।

শীতলক্ষ্যার তীরে জাগরণের ঢেউ

সুনীল কুমার সরকার
শাখা ব্যবস্থাপক, কালিগঞ্জ

অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সামাজিক মর্যাদা অর্জনের অভিলাশে শিক্ষা জীবন শেষ করে আমার কর্মজীবন শুরু হয়েছিল প্রান্তজনের উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে। এই কর্মকান্ডে যেমন আছে ঝুঁকি- তেমনই আছে আনন্দ। আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রান্তিক জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযাত্রী হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি। বিশেষ করে ক্রিড সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে পেরে আমার কর্ম-আনন্দ আরও একধাপ প্রসারিত হয়েছে। উল্লেখ থাকে যে, প্রতিষ্ঠানটির পরিমানগত কলেবর ছোট হলেও সবকিছু সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমার মনে পড়ে সেই অমিয় বাণী- “Small is beauty” ।

সংস্থার পক্ষ থেকে আমার কর্মএলাকা হচ্ছে শীতলক্ষ্যার পাড়ে কালিগঞ্জ উপজেলা সদরে। এখানে ক্রিড-এর ৩টি শাখায় প্রায় ২৬২৬ জন সদস্য সংস্থার প্রতি সুদৃঢ় আস্থায় সম্পৃক্ত হয়ে গড়ে তুলেছে উন্নয়নের এক মিশন। সদস্যদের এই আন্তরিকতা ও বিশ্বাস স্থাপন দেখে মনে হয় চির প্রবাহমান শীতলক্ষ্যার পাড়ে নতুন উন্নয়নের বাতাস বইছে। আমি এই বাতাসের সাথে সংস্থার আরও উন্নতি কামনা করছি এবং সেইসাথে আমার জীবনের শেষ লেখাটি লিখে যাব ক্রিড-এর সোনালী অগ্রযাত্রার জন্য।

স্বপ্ন-সলীলে জীবনের ভেলা

মোঃ জয়নাল আবেদীন
এরিয়া ম্যানেজার
ক্রিড -গাজীপুর এরিয়া

আমি ১৯৯৮ সালের ১লা জুন ক্রিড সংস্থায় ফুলদী শাখায় সুপারভাইজার পদে আয় বৃদ্ধিমুলক প্রকল্পে যোগদান করি। সেখানে রাস্তা-ঘাট ছিল অনুন্নত, ক্রিড ছাড়া অন্যকোন এনজিও -এর তেমন কোন ভূমিকা ছিল না। মানুষের জীবনযাত্রার মান ছিল খুবই অনুন্নত। সাধারন মানুষ মহাজনের নিকট হতে ৮০% সুদে টাকা ধার নিত, কখনও টাকা পরিশোধ না হলে ঋণগ্রহীতা বাধ্য হয়ে ভিটেমাটি ও জমি মহাজনকে রেজিষ্ট্রি করে দিতে হতো। তা না দিলে শারীরিক নির্যাতনের কবলে পড়তে হতো। সেখানে ক্রিড বার্ষিক ১২.৫% সার্ভিস চার্জ ধার্য্যে ঋণ দিয়ে নিরীহ মানুষকে মহাজনী ব্যবসায়ীয় কবল হতে মুক্ত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ইহাতে মহাজনী ব্যবসায়ীরা ক্রিড এর উপর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। ফুলদী গ্রামের বাদশাহ নামে একজন স্বাস্থ্যকর্মী আমাদের নিকট কিছু টাকা উপঠোকন চায়। আমরা তাতে রাজি না হলে ক্রিড এর বিরুদ্ধে কালিগঞ্জ থানায় ও সমাজ কল্যাণ অফিসে অভিযোগ দায়ের করে। হঠাৎ একদিন বিকাল বেলায় একজন সমাজ কল্যাণ অফিসার আমাদের ফুলদী শাখায় তদন্তে আসে এবং সংস্থার রেজিষ্ট্রিশনের কাগজপত্র চায়। কিন্তু তা আমরা দিতে পারি না। পরিশেষে ক্রিড এর সাইন-বোর্ড হতে রেজিষ্ট্রেশন সংগ্রহ করে দেই এবং আমি জয়নাল আবেদিন ও সুপাভাইজার মিঃ সরওয়ার দুইজনে মিলে সমাজ কল্যাণ অফিসারকে লইয়া ডাঃ নুরুল ইসলাম এর কাছে যাই। তখন নরুল ডাক্তার বলেন ক্রিড এর টাকা আমাদের মত গরীব মানুষের অনেক উপকার হয় এবং মহাজনী ব্যবসায়ীর কবল হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছি বলে বর্ণনা করেন। ডাঃ নুরুল ইসলাম সমাজ কল্যাণ অফিস্যার ও আমাদেরকে লইয়া গোয়াল বাড়ী ও আটলাব কয়েকটি সমিতিতে যাইয়া ক্রিড ঋণের গুরুত্ব সমন্ধে বুঝাইয়া দেন। এতে বাদশাহর অভিযোগ মিথ্যা বলে প্রমানিত হয়।

<u>দূর্যোগ মেকাবিলাঃ</u>

১৯৯৮ সালে হঠাৎ বন্যা হয় এবং দীর্ঘদিন এই বন্যা স্থায়ী হয়, মানুষের দুর্ভোগ দেখে ক্রিড এর কর্মীদের একদিনের বেতন কর্তন করে এবং ক্রিড-এর আর্থিক সহায়তায় ক্রিড নিরীহ সদস্যদের মাঝে চিড়া ও গুড় বিতরন করা হয় এবং নির্বাহী প্রধানের নির্দেশে দুই মাস কিস্তি আদায় বন্ধ রাখা হয়।

<u>সালিস প্রকল্প</u>

ক্রিড-এর আয় বৃদ্ধিমুলক প্রকল্পের পাশাপাশি ১৯৯৭ইং সালে মাদারীপুর লিগাল এইড এ্যসোসিয়েসন-এর সহযোগিতায় সালিস প্রকল্প শুরু হয়। আমাকে উক্ত প্রকল্পে ১৯৯৮ ইং সালের সেপ্টম্বর মাসে সুপার ভাইজার হিসাবে স্থানান্তর করা হয় এবং দায়িত্ব দেওয়া হয়। আমি দক্ষতার সহিত আমার দায়িত্ব পালন করি। সেক্ষেত্রে আমি অনিয়মতান্তিকভাবে বেতন পাই। আমি সালিস প্রকল্পে থাকা অবস্থায় আমি বেশীর ভাগ সময় ক্রেডিট প্রোগ্রামে কাজ করে থাকি। স্বল্প পরিসরে যত টাকা সালিসে কাজ করেছি তাতে অনেক নরনারীকে, ভঙ্গুর সংসারকে একীভূত করাইয়া নতুন সংসারে ফিরাইয়া দিয়া তাদের মধ্যে শান্তি ফিরাইয়া দিতে পেরেছি। উদাহারন স্বরূপ ফুলদী শাখায় অন্তরগত যমুনা সমিতির সদস্য মজনু মিয়ার বাড়ির তাহার পুত্র বধু অদ্যবদি সুখে সংসার করিতেছে। গোয়ালবাড়ী আযাদের সমিতির সদস্যকে সামাজিক নিপীড়ন থেকে রক্ষা করা হইয়াছে। পুনসহি গ্রামের তমিজ মেম্বারের ৪০,০০০/= টাকা উদ্ধার করে দেওয়া হইয়াছে। এমনি আরও অনেক নজির রহিয়াছে।

পরিশেষে, একটি কথা না বল্লেই নয়-যদিও কথাটি হয়তো অসুন্দর, তবুও বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বলতে চাই যে, সংস্থার বিভিন্নমূখী কাজের মাঝে মনোনিবেশ করতে গিয়ে কখন যে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম তা বুঝতে পারিনি, আর সেকারণেই আমার জীবনের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন না করে অনেকগুলো বসন্ত নির্জীব নিস্তব্ধে পার করেছি। অবশেষে যখন বোধদয় হল ততক্ষণে বসন্ত পাখিরা ক্লান্ত হয়ে নীড়ে ফিরছে। তবু ভাল আছি- এই সংস্থার অগ্রযাত্রা ও ভালবাসার অকৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ থেকে।

"যে সহজ সরল জীবন যাপন করে সুখ তার জন্য অত্যন্ত সুলভ।।"-আলেকজান্ডার ।

নিভৃত পল্লীতে হঠাৎ আলোর ঝলকানী

মোঃ সেলিম মিয়া,
শাখা ব্যবস্থাপক
জেবিকে(কুশুরা) শাখা, ধামরাই

নিভৃত পল্লীর এক সহজ সরল পরিবারে জন্ম আমার। আশেপাশে শিক্ষিত মানুষের অগ্রযাত্রা দেখে হয়ত আমার মা-বাবা উৎসাহী হয়েছিলেন আমাকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য। সেই সুবাদে আধুনিক সুবিধা বঞ্চিত অজ পাড়া গাঁয়ে বেড়ে ওঠা এবং এক দুই তিন করে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করা, অতঃপর শিক্ষা জীবনে অর্জিত স্বপ্ন ভাল চাকুরী পাওয়ার অভিলাষে মত্ত হয় আমি। কোথায় ভাল চাকুরী হবে- সেই অনুসন্ধানে যখন ব্যস্ত ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ এক আলোর ঝলকানী প্রস্ফুটিত হল আমার জীবনে। একদিন কোন এক সকালে আমাদের এলাকার অধ্যাপক মামুন স্যারের আহবানে তার বাড়ীতে যায়। তিনি আমাকে 'ক্রিড' নামক প্রতিষ্ঠানের সাধারণ একটি পরিচয় উল্লেখ করে আমাদের এলাকায় কাজ শুরু করার আহবান জানান। মামুন স্যারের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও আস্থা থাকায় আর কোন তথ্য না জানার আগ্রহ প্রকাশ না করেই সম্মতি জ্ঞাপন করে ক্রিড- এ যোগদান করি।

'ক্রিড'– সেন্টার ফর রিহ্যাবিলিটেশন এডুকেশন আরনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট, শিক্ষা, আয় উন্নয়ন এবং পুনর্বাসন সংস্থা – এমন সুন্দর, মহৎ ও কল্যাণমূখী উদ্দেশ্য নিয়ে একজন সৎ, উদ্যমী, কর্মঠ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তির হাতে সেই ১৯৮৭ সালে সংস্থাটির জন্ম হয় । আর তিনি হলেন আমাদের ক্রিড পরিবারের শিরোমণী, শ্রদ্বেয়জন , মান্যবর, নির্বাহী সচীব, জনাব মোহাম্মদ সোলায়মান খান । তখনকার সামাজিক প্রেক্ষাপটে এমন একটি সংস্থা গড়ে তোলা খুব একটা সহজ কাজ ছিলনা - যেখানে সমাজ ছিল ধর্মীয় গোড়ামিতে আচ্ছন্ন, কবির ভাষায় বলতে হয়, " করিতে পারিনা কাজ, সদা ভয়, সদা লাজ, সংশয়ে সংকল্প সদা টলে, পাছে লোকে কিছু বলে।"

স্বাধীনতা উত্তর গ্রামীণ জনপদ ছিল অভাব-অনটন, দারিদ্র- ক্ষুধা এবং মহাজনি ব্যবসার কড়াল থাবায় জর্জরিত । যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে ছিল শুধু হেঁটে চলার কাঁচা রাস্তা, সমাজ ছিল কুসংস্কার আর ধর্মীয় অপব্যাখ্যায় আচ্ছন্ন, দরিদ্র জনগোষ্ঠি ছিল সমাজের কুচক্রি, স্বার্থান্বেষী ও মহাজনদের সুদি ব্যবসার বেঁড়া জালে বন্দি ।

আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগণ যখন দারিদ্র সীমার নিচে ঠিক সেই সময় শ্রদ্ধেয় মামুন স্যারের আহবানে সাড়া দিয়ে গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জে ক্রিড সংস্থা দারিদ্র দূরীকরণের মহান ব্রত নিয়ে আমাদের এলাকায় (ফুলদী, কলুন, আটলাব, ব্রাহ্মণগাঁও, বেরুয়া ও জাঙ্গালিয়া) আসেন । আর এইসূত্রে ক্রিড-এর নির্বাহী প্রধান তথা সচিব স্যার ও প্রফেসর মামুন স্যারের আহবানে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। আজও আমার হৃদয়ের মণিকোঠায় সেই দিনের মহেন্দ্র ক্ষণের ঘটনা ঝলমল করে যখন স্যার ঋণদান কর্মসূচীর উদ্বোধন করেছিলেন। দিনটি ছিল ১৯৯৪ সালের ১৭ জুলাই, আমার বন্ধু সালামের বাড়ীর সামনের আম্রকাননের নিবীড় ছায়ায় 'ক্রিড' পরিবারের নবাগত নারী সদস্যরা সারি-সারি বসা, তাদের চোখে নতুন স্বপ্ন, বুকভরা আশা। তাদের স্যার আসবেন, নতুন দিনের গল্প শোনাবেন, আহা কী যে আনন্দ! যেন আর তর সয়না!

অবশেষে স্যার আসলেন, জীবনের গল্প শোনালেন, দারিদ্র দূরীকরণের পথ দেখালেন। সেই থেকে আমাদের এলাকায় ক্রিড-এর যাত্রা শুরু।আর এর অগ্র পথিক হল আমাদের এলাকার নারী সদস্যরা। আমি, মামুন স্যার, সালাম, হাবিবুর, আবুল সাহেব, মণির মোল্লা, ইব্রাহিম সাহেব এবং সারওয়ার সাহেব- আমরা কজন শুরুর সৈনিক মাত্র। আর সবার অগ্রে ছিলেন নির্বাহী স্যার, নূর ইসলাম স্যার-যারা আমাদের পথ দেখিয়েছেন। সচিব স্যার ক্রিড ও ক্রিড পরিবারের অগ্রগতির জন্য কতটুকু কষ্ট ও পরিশ্রম করেছেন তার একটি উদাহরণ হল- একদিন রাত থেকে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, আমি ছাতা মাথায়, গামবুট পায়ে দিয়ে জাঙ্গালিয়া 'যমুনা' সমিতির কালেকশনে যাচ্ছি, মাথার উপর অঝরে বৃষ্টি পড়েছে, পথ- ঘাট মোটেও দেখা যাচ্ছেনা, নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাড়ীর বাইরে বের হচ্ছেনা, এমন দিনে বলা যায় 'এমন ঘণ ঘোর বরষায়'। আমি সবে মাত্র টেকের বাজার ক্রস করছি, হঠাৎ আমার নাম ধরে কে যেন ডাকল, প্রথমটায় বুঝতে পারিনি , দ্বিতীয় ডাক কানে আসল- আমি হক চকিয়ে গেলাম, দেখলাম সচিব স্যার আমার ছোট ভায়ের দোকানে বসা। আমি প্রথমে আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এত সকালে স্যার ঢাকা থেকে এই বৃষ্টির মধ্যে কিভাবে আসলেন- তা আমি ভেবে পাই নাই। তবে ঐ দিন আমি স্যারের দায়িত্বশীলতা বুঝতে পেরেছি।

তবে ক্রিডকে বর্তমান অবস্থানে নিয়ে আসার পেছনে 'ক্রিড' পরিবারের সকলেরই কম-বেশি অবদান আছে, কবির ভাষায় তাই বলা যায়- 'এ বিশ্বের যা কিছু চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক করেছে নর।'

সবশেষে আমার উপলব্ধি হচ্ছে, কোভিড-১৯ এর মধ্যেও ক্রিড তার স্বমহিমায় টিকে আছে, টিকে থাকবে এবং চিরকাল মাথা উঁচু করে টিকে থাকুক এ আমার প্রত্যাশা। আর বর্তমানের নবিনরা এই প্রতিষ্ঠানকে পৌঁছে দিবে সুদুরের তরুনদের কাছে, আরো সুন্দর করে বলা যায়- 'এইদিন তো দিন নয়, আরো দিন আছে, এই দিনকে নিয়ে যাবো সেই দিনেরও কাছে।' পরিশেষে আমাকে লিখতে বলার জন্য সচিব স্যারকে অশেষ ধন্যবাদ।

"ভাগ্য বলে কিছু নেই, প্রত্যেকের চেষ্টা ও যত্নের উপর তা গড়ে উঠে।।"-স্কট।

মেঠো পথে জাগরণের গান

মোঃ মাইন উদ্দিন,
এরিয়া ম্যানেজার- ক্রিড, ফুলদী এরিয়া

দারিদ্র বিমোচনের অঙ্গীকার নিয়ে আত্মমানবতার সেবায় নিয়োজিত অসহায় অবহেলিত গণ মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান শিক্ষা ও চিকিৎসা দানের মাধ্যমে ১৯৮৭ সালে সেন্টার ফর রিহেবিলিটেশন এডুকেশন আরনিং ডেভেলপমেন্ট (ক্রিড) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে এন.জি.ও সমূহ ভূমিকা রাখলেও ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে নিঃস্ব ও অসহায় মানুষের পুঁজি গঠনের জন্য দারিদ্র বিমোচনে ক্রিডের বিশেষত্ব অপরিসীম। এ ধরনের সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে ক্রিড সংস্থার তুলনা এন.জি,ও সমূহের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। সংস্থার বয়সের পরিধি বিবেচনায় আমার কর্মময় সময় অত্যন্ত নগণ্য। আমার ক্ষুদ্রঋণের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় প্রতীয়মান হয় যে, সংস্থার পরিধি ছোট হলেও ক্রিড-কে নমনীয় ও সহনীয় ক্ষুদ্রঋণ ও সঞ্চয়ের জনক বলা যেতে পারে- যা সংস্থার ভাবমূর্তির মাত্রাকে আরো অগ্রগতি ও সহনশীলতা দান করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সদস্যদের হৃদয়ে স্থান দখল করে আসছে। আমার দৃষ্টিতে সংস্থাটি ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রমের মাধ্যমে অংশ গ্রহণকারী শতভাগ সদস্য আর্থিক ও সামাজিক অগ্রগতির শীর্ষ স্থানে পৌছাতে সক্ষম হয়েছে। এই অগ্রগতির হার অন্যান্য যেকোন সংস্থার চেয়ে অধিক পরিমাণে বেশি স্থান দখল করে আসছে। সংস্থার প্রতিজন সদস্য সংস্থাটিকে তাদের নিজের সংস্থা হিসাবে মনে করেন, যা সংস্থার বিশেষ সাফল্য। সংস্থায় কর্মরত অবস্থায় নিয়জিত প্রতিজন কর্মী সংস্থাটিকে ভালবাসা দিয়ে আগলিয়ে রেখেছেন। তাই সংস্থার সুখ, দুঃখ ও দুর্যোগের সময় সবাই মিলে একাত্বতা প্রকাশ করেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে, বিশেষ করে সংস্থার নির্বাহী সচিব মহোদয় সংস্থাকে নিয়ে সবসময় মগ্ন থাকেন। শুরু থেকে অদ্যবধি তাঁর অবিরাম শ্রম, মেধার প্রজ্ঞাময়ের মাধ্যমে সংস্থাটি সর্বক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করে।

আজকের সংস্থার সেই সব নাম জানা-অজানা উন্নয়ন কর্মীদের শ্রদ্ধা জানাই - যাদের রক্ত ঝড়া পরিশ্রম ও মেধা দিয়ে সংস্থাটিকে এপর্যন্ত পৌছাতে সক্ষম হয়েছে।

পরিশেষে, সংস্থার প্রতিজন সদস্য ও সদস্যা, ক্রিড পরিবারে বিদ্যমান সকল স্তরের বর্তমান ও অতীত সহকর্মী, নির্বাহী সচিব মহোদয়, নির্বাহী পরিষদ ও সংস্থার উন্নয়ন কামনা করছি।

মম জীবন কাব্যে - অম্লান ক্রিড

তটিনী দেবী (তন্তু)
সাবেক প্রোগ্রাম অফিসার

ক্রিড কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রকাশের খবর শুনে আজ আমার কত স্মৃতির কথা মনে পড়েছে - যা সবটুকু লিখতে গেলে পুরো প্রতিবেদনের পৃষ্ঠাগুলোয় হয়তো ভরে যাবে। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। তাই সংক্ষেপে তুলে ধরলাম আমার অনুভুতির কথা। ১৯৯৭ থেকে ২০০৭ প্রায় ১০ বছর । এই সময়ে দেখেছি ক্রিড-এর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, স্যানিটেশন, ভকেশনাল ট্রেইনিং, সালিশ প্রকল্প, সেচ প্রকল্প, সেন্টমার্টিন দ্বীপে স্কুল নির্মাণ ও পরিশেষে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম। এককথায় এই সময়ে অর্জিত হয়েছে অনেক স্মৃতি ও অনেক অভিজ্ঞতা।

সবেমাত্র এইচএসসি পাশ করেছি। মধ্যবিত্ত পরিবারে ৮ ভাই-বোনের সংসারে আমি ছিলাম সবার বড়। সংগত কারণে পরিবারের চাহিদা অনুযায়ী একটি চাকুরী পাওয়া আমার জন্য একটি স্বপ্ন ছিল। এই স্বপ্ন ধারণ করে এক আত্মীয়ের সহায়তায় এসেছিলাম ঢাকা শহরে। তখনও দেশের বেকার সমস্যার পাশাপাশি আমার এইচএসসি পাশের সনদের চাকুরী আরও সীমিত । তাই চাকুরী পাওয়ার সম্ভবনাজনীত অনিশ্চয়তার মাঝে আমার দিন কাটছিল। ঠিক এমনি সময় ক্রিড-এর সুপারভাইজার নীলা রায়ের সহায়তায় মোহাম্মদপুর টাউন হল এলাকায় ক্রিড-এর গণশিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষকতা করার আহবান পাই। আমার জীবনে এই আহবানটি ছিল হঠাৎ প্রশান্তির বৃষ্টির মত। শুরু হল আমার কর্মজীবন। বস্তির ভিতরে শিক্ষা দান-প্রথম দিকে খারাপ লাগলেও পরে আর খারাপ লাগেনি। বিশেষ করে বস্তির অতি - দরিদ্র পরিবারের অবহেলিত শিশুদের দিকে তাকিয়ে শিক্ষা কেন্দ্রের সংকীর্ণ অবকাঠামোর কথা ভুলে যেতাম। বস্তুতঃ শিক্ষাদান একটি মহৎ কাজ, আর আমি সেই কাজটি করার সূযোগ পেয়েছিলাম অবহেলিত শিশুদের মাঝে। এ কারণে আমি ক্রমান্বয়ে শিশুদের ভালবাসায় আকৃষ্ট হয়ে শিক্ষাদানের প্রতি খুবই মনোযোগী হয়ে উঠি। আমার এই আন্তরিকতা ও নিষ্ঠাবোধের তথ্য কিছুদিনের মধ্যে ক্রিড কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমি এই সুবাদে ক্রিড প্রধান কার্যালয়ে চাকুরী করার আগ্রহ প্রকাশ করলে নির্বাহী প্রধান স্যার আমাকে শিক্ষকতার পাশাপাশি ক্রিড-এর প্রধান কার্যালয়ে কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে চাকুরী করার জন্য সূযোগ করে দেন। এরফলে আমি আরও একধাপ ক্রিড ও এর কর্মকর্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আবদ্ধ হই এবং প্রতিজ্ঞা করি আমার উপর ক্রিড-এর এই আস্থা যেন অবিচল থাকে। একপর্যায়ে শিক্ষকতা চাকুরী থেকে অব্যাহতি নিয়ে কম্পিউটার অপারেটর পদে পূর্ণকালীন নিয়োগ লাভ করি। এরপর ক্রিড-এর উন্নতির সাথে আমারও পদোন্নতি হয় এবং ক্রিড-এর প্রতি আমার আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার বিনিময়ে ক্রিড হয়ে ওঠে আমার জীবনের ও আমার পরিবারের একটি প্রিয় প্রতিষ্ঠান । আজ আমি স্বামীর সংসারে চলে আসার কারণে ক্রিড এর সাথে সরাসরি যোগাযোগ না থাকলেও ক্রিড-এর প্রধান নির্বাহী ও অন্যান্য পুরাতন কর্মকর্তাদের সাথে নিজের ভাললাগা থেকে যোগাযোগ রক্ষা করি। ভাবতে খুব ভাল লাগে- যখন জানতে পারি যে, ক্রিড, ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন কোন ভূমিকা ছাড়াই অকৃত্রিম আনন্দ অনুভব করি, আর ভাবি,আমি নাই-আছে আমার প্রতিষ্ঠান ক্রিড। আশাকরি আরও এগিয়ে যাবে।

কর্মময় জীবন ছন্দে ১০ বছর

মোঃ আহসান উল্লাহ
প্রাশাসনিক কর্মকর্তা, ক্রিড।

আমি মোঃ আহসান উল্লাহ ১লা ডিসেম্বর ২০১০ইং তারিখে ক্রিড সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ক্রেডিট অফিসার কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে অত্র সংস্থায় যোগদান করি। ক্রিড-এর সাথে সুদীর্ঘ প্রায় ১০ বছর পথ চলা। এর সাথে দেখেছি অনেক অদেখা ও জেনেছি অনেক অজানা বিষয়। সংস্থায় যোগদানের সময় সংস্থার শাখার সংখ্যা ছিল মাত্র ৪টি এবং ১ টি প্রাইমারি স্কুল সেইসুদূর সেন্টমার্টিনে । ক্রিড ফুলদী শাখাটি ছিল মটির ঘর, এখন হয়েছে ১ তলা পাকা ভবন । নতুন কহেলা শাখাটি ছিল টিনের ঘর এখন হয়েছে ২ তলা পাকা ভবন এই ভাবে আস্তে-আস্তে ক্রিড ১৬টি শাখার মাধ্যমে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। মধুমতি মডেল টাউনে আরও ১টি নতুন শাখা চালু করার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ১৯৯৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত অত্র সংস্থা ৭০,৮৯২জন সদস্যদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ২,৫৬৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরন করেছে। এই ঋণ বিতরনের মাধ্যমে সদস্য সহ তাঁর পরিবারের সদস্যরা আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতার দার প্রান্তে এসেছে। এছাড়া সংস্থায় প্রায় আরও ১৪,০৭৪ টি পরিবার তাদের জমানো অর্থ সঞ্চয় হিসাবে সংস্থায় জমা রেখে আর্থিক উন্নয়ন করার জন্য সচেষ্ট রয়েছে। পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগষ্ঠীকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করা সহ মহাজনি চড়া সুদ থেকে রক্ষা করার জন্য অত্র সংস্থা তাঁদের মাঝে স্বল্প লাভে আর্থিক পুঁজি দেয়ার ব্যবস্থা করছে। এছাড়াও সদস্যদের জন্য বয়স্ক শিক্ষা, প্রাইমারি শিক্ষা, স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ খাবার পানি, খাদ্য নিরাপত্তা সহ পরিবেশ রক্ষার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছেন। সদস্যদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা জন্য বৃত্তি প্রদান করেছে, করেছে সমাজ- কে সংঘবদ্ধ সুন্দর। বর্তমানে ১০০ এর বেশি উন্নয়নকর্মী নিয়ে ক্রিড-এর কার্যক্রম চালু রয়েছে। তাঁদের ভবিষ্যতের জন্য প্রভিডেন্ড ফান্ড, গ্রাচুয়িটি ফান্ড সহ চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। অত্র সংস্থার নির্বহী প্রধান মহোদয় সদস্যদের উন্নয়নের শিখরে নেয়ার জন্য ইউরোপের প্রায় ৪টি দেশ সহ আমেরিকায় মত উন্নত দেশে সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে কথা বলেছে। সদস্যদের কৃষি, পশুপালন সহ অন্যান্য বিষয়ে দক্ষ করার জন্য সহোযোগী সংস্থা 'পিকেএসএফ'- এর সহায়তায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। ক্রিড সদস্যদের সাথে সাথে আমাকেও করেছে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী, দিয়েছে প্রান্তিক জনগষ্ঠীর সাথে কাজ করার সূযোগ। আমাকে পিকেএসএফ, বিএনএফ, এফএনবি সহ এমআরএ-তে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৪ টি প্রশিক্ষণ দিয়ে আমার কাজে এনে দিয়েছে দক্ষতার ছোঁয়া। এখন আমি বিশ্বাস করি 'ক্রিড' একটি জনগষ্ঠী সহ যেকোন মানুষকে করতে পারে সার্বিকভাবে স্বাবলম্বী। বর্তমানে আমি সংস্থায় প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত আছি। ক্রিডে আমার অবদান খুবই সামন্য, তবে আমি সকল উন্নয়নকর্মীর সহযোগীতায় অত্র সংস্থায় হিসাব পদ্ধতি ২০১৪ সালে ম্যানুয়াল পদ্ধতি থেকে সফ্টওয়ারে আওতাভুক্ত করেছি। তবুও আমি বলব ক্রিড-এ আমার দেয়ার চেয়ে নেওয়ার পরিমানই বেশি।

পরিশেষে আমার ১০ বছর এর অভিজ্ঞার আলোকে বলছি যে, ক্রিড আমাকে শিখিয়েছে পত্র লেখার ভাষা, দিয়েছে সামাজিক দায়িত্ববোধ, দিয়েছে আর্থিক স্বচ্চলতা , দিয়েছে শিক্ষা অর্জন করার ক্ষমতা এবং প্রতিদিন কর্মক্ষেত্রে ক্রমশ চ্যালেঞ্জিং হতে। একজন উন্নয়ন কর্মী হিসেবে ক্রিড-কে আরও সম্ভাবনাময় সংস্থা হিসেবে দেখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

বন্ধুর পথে জীবন জাগে বার বার

মোঃ নজরুল ইসলাম
এরিয়া ম্যানেজার, ক্রিড- কালিগঞ্জ এরিয়া

জীবন- জীবিকা-কর্ম একটি বিচিত্র সমীকরণ। এ সমীকরণের মাত্রা ব্যক্তি বিশেষে শ্বাশত ও ভিন্ন। আমার জীবনটিও এরকমই একটি বিচিত্র ছকে বাঁধা। কর্ম জীবনের উল্লেখযোগ্য সময় কেটেছে 'প্রশিকা' নামক উন্নয়ন সংস্থার ঋণ কার্যক্রমের সাথে। এখানে সময়টা ভালই যাচ্ছিল । কিন্তু বিধি বাম! হঠাৎ সংস্থার নিজস্ব অন্তর্দ্বন্দে ঘূর্ণিঝড়ের মত সব ওলটপালট হয়ে যায়, পরিনতিতে আমি সহ অনেক কর্মী চাকুরী হারিয়ে যখন নতুন প্রত্যাশায় বিভোর তখন একদিন আচম্কা সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জনাব লুৎফর কবির মৃধা ফোন করে ক্রিড-এর প্রধান কার্যালয়ে আসার আহ্বান জানান। আমি আশান্বিত হলাম। কিন্তু ক্রিড সম্পর্কে আমার ইতোপূর্বে কোন ধারণা ছিলনা, শ্রদ্ধেয় মৃধা ভাইয়ের কাছ থেকেই ক্রিড সম্পর্কে সর্বপ্রথম অবগত হই। এরপর বিগত ২৬/১০/২০১৫ ইং তারিখে নির্বাহী প্রধান স্যারের সাথে সাক্ষাৎ করে ২৬/১০/২০১৫ইং তারিখে পরীক্ষামূলক ৬ মাসের জন্য নিয়োগ লাভ করি। প্রথমেই আমাকে সংস্থার বোর্ডবাজার শাখায় প্রেরণ করা হয়। এই শাখাটি ইতোপূর্বে ২০০৭ সালে চালু হয়ে পরবর্তীতে নির্জীব ও অকেজো হয়ে যায়। আমাকে এই শাখাটি পুনঃরায় জাগিয়ে তোলার জন্য দায়িত্ব দেয়া হ'ল। আমি সাদরে দায়িত্ব গ্রহণ করলাম, শুরু হ'ল আমার চ্যালেঞ্জ।

সেই চ্যালেঞ্জ রক্ষার অভিলাষে একের পর এক শাখা গঠন কারার দায়িত্ব পালন করি। যার ফলশ্রুতিতে গঠিত হয় উলুখোলা, দাউদপুর, ভোলাবো ও পূর্বাচল শাখা। বর্তমানে শাখাগুলো কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া অতিক্রম করে ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে, দুঃখের বিষয় আমার প্রথম ভূমিকা পালনের ক্ষেত্র বোর্ড- বাজার শাখায় বকেয়া জনিত নাজুক অবস্থা দেখা দেওয়ায় আমি ব্যক্তিগতভাবে মর্মাহত। আশাকরি আমার আওতাধীন বর্তমান ৪টি শাখায় যাতে বকেয়ার পরিমান অসহনীয় না হয়- সেজন্য সুদৃঢ় থাকার প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

ক্ষুদ্রঋণের বজ্রধ্বনি

মোহাম্মদ সোলায়মান খান

আমি ক্ষুদ্রঋণ জাগরণের পথে - এসেছি প্রান্তজনের জন্য;
আমি এসেছি পুঁজি বঞ্চিত উন্নয়ন প্রত্যাশীদের জন্য।
আমি আছি সেখানে - যেখানে প্রচলিত ব্যাংক যায় না;
আমি আছি তাদের পাশে- যারা ব্যাংকে যেতে পারে না;
আমি আছি তাদের সাথে - যারা লিখতে পড়তে পারে না।
আমি আছি তাদের কাছে - যারা ভূমিহীন বিত্তহীন দিনমজুর;
আমি আছি তাদের সাথে - যারা অসহায় বিধবা-বিমূঢ়।
আমি আছি বন্ধুরূপে - দুঃস্থ বেকার যুবকের পাশে;
আমি আছি প্রতিবেশী রূপে নিভৃত পল্লীর রাখালের পাশে।
দারিদ্র দূরীকরণে - আর নারীর ক্ষমতায়নে;
হতে পারে আমার অবদান অপ্রতুল বামদের মূল্যায়নে।
তবে জিজ্ঞাসা মম 'আছে কি বিকল্প পন্থা'?
যা এনে দেবে প্রান্তজনের হাতে মূলধনের ব্যবস্থা?
আমি ক্ষুদ্রঋণ- ভেঙ্গে দিয়েছি পুঁজিবাদের ব্যাংক নীতি;
আমি ভেঙ্গে দিয়েছি - জামানত বিহীন ঋণ ভীতি।
আমি ভেঙ্গে দিয়েছি - মহাজনের দাদন ব্যবস্যা;
আমি ভেঙ্গে দিয়েছি - গ্রাম্য শোষকের চড়া-সুদের লালসা ।।

"যে নিজেকে দমন করতে পারে না সে নিজের জন্যও বিপদজনক এবং অন্য সবার জন্যও বিপদজনক।"- থেলিস।

"আমি বলব না আমি ১০০০ বার হেরেছি, আমি বলব যে আমি হারার ১০০০ টি কারণ বের করেছি।" -টমাস আলভা এডিসন।

"যে বিজ্ঞানকে অল্প জানবে সে নাস্তিক হবে, আর যে ভালভাবে বিজ্ঞানকে জানবে সে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হবে।"-ফ্রান্সিস বেকন।

"আমি ব্যার্থতাকে মেনে নিতে পারি, কিন্তু চেষ্টা না করাটাকে মেনে নিতে পারি না।"-মাইকেল জরডান

"যারা আমাকে সাহায্য করতে মানা করে দিয়েছিল আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ । কারণ তাদের 'না'-এর জন্যই আজ আমি নিজের কাজ নিজে করতে শিখেছি।"-আইনস্টাইন ।

"যেখানে পরিশ্রম নেই সেখানে সাফল্যও নেই।"-উলিয়াম ল্যাংলয়েড

“আমরা চাকুরী চাই না – চাকুরী দেই”

এই নীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করে ক্রিড-এর ‘উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি ’-তে যোগদান করুন, আর নিজেকে স্বাবলম্বী করার পাশাপাশি অন্যকে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ দিন।

“সুখ-শান্তির ঠিকানা কর্মসূচি”

মানব জীবনে সকল কর্মযজ্ঞের লক্ষ্য হচ্ছে ‘সুখ-শান্তি’ অর্জন করা, যেহেতু ইহা বাজারে ক্রয় করা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাস্তব জীবনে এই ‘সুখ ও শান্তি’ শব্দ দুটির সঠিক অর্থ আমাদের অনেকেই না বুঝেই এর পিছনে হন্যে হয়ে দৌঁড়াচ্ছে । ফলে সময় চলে যাচ্ছে, কিন্তু সঠিক ‘সুখ-শান্তি’ অর্জিত হয়েছে কিনা-তা আমরা অনেকেই মূল্যায়ন করতে পারিনা। এইমর্মে, ‘সুখ-শান্তি’র মানে বুঝে জীবনকে সুন্দর ও আনন্দময় করার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
‘সুখ-শান্তির ঠিকানা’ কর্মসূচি, ক্রিড, প্রধান কার্যালয়, বাড়ী নং#৩০৭/১ (৬ষ্ঠ তলা), সড়ক নং#৮/এ,পশ্চিম ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।
ফোন ঃ +৮৮ ০১৩১৩০৪৬০০২, ওয়েব সাইট ঃ www.creedbd.org, ইমেইল ঃ creedgfsc@gmail.com

“ক্রিড- ইকো-টুরিস্ট ক্লাব”-এ যোগদান করুন, আর ভালোলাগার অপার স্বর্গরাজ্য সেন্টমার্টিন দ্বীপের সৌন্দর্য্য উপভোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
‘ক্রিড- ইকো-টুরিস্ট ক্লাব’, ক্রিড প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্যাম্পাস, কোনার পাড়া, সেন্টমার্টিন, টেকনাফ, কক্সবাজার।
মোবাইল নং ঃ ০১৭৫০৯৩৪২৯২

“সফলতা সুখের চাবিকাঠি নয় বরং সুখই সফলতার চাবিকাঠি। আপনার কাজকে আপনি যেদিন মনে প্রানে ভালবাসতে পারবেন, অর্থ্যাৎ যদি আপনি নিজের কাজ নিয়ে সুখি হন তবে আপনি অবশ্যই সফল হবেন।” -আলবার্ট স্কুইজার

প্রতিটি সুস্থ্য মানুষের মধ্যে ঘুমন্ত রয়েছে প্রতিভা বিকাশের অসংখ্য সম্ভাবনা। সঠিক চর্চা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে এসব সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয়ে নিজের ও সমাজের ব্যপক কল্যাণ সাধন করে। -প্রধান নির্বাহী, ক্রিড